বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০২২-২০২৩
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
ড. হাছান মাহমুদ এমপি
মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়
মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং তথ্য কমিশনের
কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশনায় : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

প্রকাশকাল : ১০ অক্টোবর ২০২৩

মুদ্রণ : গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা

দেশে-বিদেশে সরকারের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পাদনে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। যোগাযোগের প্রধান দুটি কৌশল আন্তঃব্যক্তিক এবং গণযোগাযোগ– উভয় মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। আর এই প্রচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত অধিদপ্তর/সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ফলে তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন সুফলের বিষয়ে জনসম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও দেশ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। বিগত অর্থবছরে ডিসেম্বর মাসে দেশের প্রথম মেট্রোরেল সার্ভিস তার যাত্রা শুরু করে। এ সময়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত দপ্তরসমূহের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার, প্রধানমন্ত্রীর '১০টি বিশেষ উদ্যোগ' বিষয়ে ব্র্যান্ডিং, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২১ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য ২৭ ক্যাটাগরিতে মোট ৩১ জনকে সম্মাননাপত্র, স্বর্ণপদক ও চেক প্রদান এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিত 'টুঙ্গিপাড়ার মিয়া ভাই' চলচ্চিত্রের প্রযোজককে স্বর্ণপদক ও চেক প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন অধিদপ্তরের মধ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ইত্যাদি সহ নিজস্ব প্রযোজিত ও প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৫২০ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। বাংলাদেশ বেতার ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনার আওতায় বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম বেতার কেন্দ্রের নবায়ন সেবা সহজীকরণ করেছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর রূপকল্প- ২০৪১ অনুযায়ী ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, মহিলা সমাবেশ, উন্মুক্ত বৈঠকসহ বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও পোস্টার মুদ্রণ করে। এগুলো ছাড়াও অন্যান্য অধিদপ্তর নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সার্বিক কার্যাবলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমভিত্তিক প্রচার কার্যক্রমে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি
মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশে গতিশীল, অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা সমুন্নত রাখতে নিষ্ঠার সাথে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। তথ্যপ্রবাহের ধারায় জনগণকে আরো সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও তথ্য পেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেই লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এ দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কারিগর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের ইতিহাসে অনন্য গণমাধ্যমবান্ধব সরকার। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্বাধীন বিকাশে বিশ্বাসী বলেই এই সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে গণমাধ্যম স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি বিকাশ লাভ করেছে।

সরকার ও জনগণের সেতুবন্ধ হিসেবে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া এবং আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে নীতিসমূহ এবং দেশের চলমান ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত রাখার ব্যবস্থা নেয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। একইসাথে এ মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমের কাছে রাষ্ট্র ও জনগণের প্রত্যাশিত দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তদারকি করে। চলচ্চিত্র নির্মাণে অবকাঠামোগত সুবিধাসহ অনুদান প্রদান, আগামী প্রজন্মের জন্য জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত চলচ্চিত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সংরক্ষণের পবিত্র দায়িত্বও পালন করে এই মন্ত্রণালয়।

জনস্বার্থে সুনির্ধারিত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য সামনে রেখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ কাজে ব্রতী। এর অংশ হিসেবে আইন অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া বিদেশি টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করা, ক্যাবল নেটওয়ার্কে দেশের টিভি চ্যানেল সবার আগে এবং সেগুলো তাদের সম্প্রচারের তারিখ অনুযায়ী পরপর সাজানো, অবৈধ ডিশ টিভির দৌরাত্মে বছরে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার রোধ, ওটিটি প্লাটফর্ম ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন, টিআরপি নির্ধারণে নিয়মতান্ত্রিকতা প্রবর্তন, প্রেস কাউন্সিল আইন যুগোপযোগী করাসহ সময়ের সাথে এগিয়ে যেতে আমরা এ সব ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছি।

সেই সকল কর্মকাণ্ডের ২০২২-২০২৩ সালের বিবরণ সন্নিবেশিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছরের মতো এবারও প্রকাশ হচ্ছে যা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা জনসম্মুখে তুলে ধরে জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশলগ্নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি

মো: হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অবিচ্ছেদ্য অংশীদার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা জনমানুষের এই মৌলিক চাহিদা পূরণকল্পে সরকার নানামুখী প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একই সাথে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পৃক্ত করে নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারের নীতি ও আদর্শের পাশাপাশি এসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশের নানা প্রান্তের নানা গোত্র, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুধু প্রচারণার মাধ্যমেই নয়, বরং প্রণোদনা ও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ প্রদানও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। অনুদানের মাধ্যমে জীবনঘনিষ্ঠ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক প্রামাণ্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে এ মন্ত্রণালয় অনন্য অবদান রাখছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও করোনা মহামারিসহ নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও গতিশীল রাখতে সড়ক-মহাসড়কের পরিধি বৃদ্ধি এবং পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেলের মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সরকার ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক স্থাপন করেছে। মৎস্য চাষ, ফল উৎপাদনসহ কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়সহ দুর্যোগকালীন উপকূল এবং অন্যান্য স্থানের অসহায় মানুষ ও পশু, প্রাণির নিরাপদ আশ্রয়স্থলে ঠাঁই নেয়ার ক্ষেত্রে বেতার ও টেলিভিশনের মতো প্রচারযন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বছরব্যাপী নানা উৎসব ও অনুষ্ঠান আয়োজন এবং সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণকে মানসিকভাবে শুধু উদ্বুদ্ধ করাই নয়, আত্মবিশ্বাসী করে তোলার ক্ষেত্রেও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিরাট ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসে দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণের মাধ্যমে এসব গুরুত্বপূর্ণ দিবসের তাৎপর্য মানুষের সামনে নিয়মিত তুলে ধরছে এ মন্ত্রণালয়।

একথা অনস্বীকার্য, সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম এবং জাতির জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে অডিও ভিজ্যুয়াল এবং প্রিন্ট ভার্সনে চিরঞ্জীব করে রাখার ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় যেমন কাজ করে যাচ্ছে, তেমনি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় তথ্য প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রেও এ মন্ত্রণালয় গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৫টি দপ্তর ও সংস্থার বছরব্যাপী কার্যক্রম মলাটবন্দি করে রাখার প্রয়াস হচ্ছে এই পুস্তক। সকলে এই পুস্তকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি তথ্যচিত্র পাবেন বলে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা।

মো: হুমায়ুন কবীর খোন্দকার

সূচিপত্র

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১১
তথ্য অধিদফতর	৩৫
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	৪৫
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৫১
বাংলাদেশ টেলিভিশন	৬৫
বাংলাদেশ বেতার	৭৩
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	৮১
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	৯৩
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	৯৭
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ	১০৩
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	১১৫
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	১১৯
তথ্য কমিশন	১২৩
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	১২৯
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)	১৩৫
বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট	১৪১

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২২-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, ২রা সেপ্টেম্বর ২০২২-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের সাথে কপ২৭-পূর্ব মতবিনিময় করেন এবং সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন, ৬ই নভেম্বর ২০২২-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় তথ্য ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, ১৫ই আগস্ট ২০২২-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সফররত ১১ দেশের ১৩ জন সাংবাদিকের সাথে মতবিনিময় করেন, ১৯শে ডিসেম্বর ২০২২-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

পটভূমি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতা-পূর্ব প্রাদেশিক সরকারের নীতি ও বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য 'তথ্য বিভাগ' নামে একটি দপ্তর গঠন করা হয়। তৎকালীন ১৯টি জেলা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের 'তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে সকল দায়িত্ব অক্ষুণ্ন রেখে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়' করা হয়।

- রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে ভূমিকা পালন।
- সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে জানানো এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে নানাবিধ প্রচারণা ও উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর) দেশের গুরুত্বপূর্ণ নীতি, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং চলমান ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।
- গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তদারকি।
- চলচ্চিত্র নির্মাণে অবকাঠামোগত সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান।
- জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত চলচ্চিত্র এবং ভিডিও ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব।

রূপকল্প

গতিশীল, অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য

সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহধারায় জনগণকে সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ।

আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ১৫টি

মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থা/সংযুক্ত অফিসসমূহের জনবল বিন্যাস

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
মন্ত্রণালয়	১৯৫	১৪৯	৪৬	১৪
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৭৭৭৮	৪৯৩৩	২৮৪৫	৩১৬
মোট =	৭৯৭৩	৫০৮২	২৮৯১	৩৩০

মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থা/ সংযুক্ত অফিসসমূহের শূন্য পদের বিন্যাস

যুগ্মসচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
		৭৭৩	২৬৮	১৪৪৬	৫৫৩	৩০৪০

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১০৮	১২৩	২৩১	১৮	১৮৬	২০৪

ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	সচিব
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	৯০ দিন		১০ দিন

ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট	সচিব
০	৫৯ দিন	০	১৮ দিন

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্র.	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি (বৃদ্ধিসহ)		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১৬	৬০.৯৪৫৮	২১	০	০	২৩	৭১.০৫২৩
২.	তথ্য কমিশন	২০	০.৯৫৯৫	০	৮	০.০২৪২	১২	০.৯৩৫৩
৩.	তথ্য অধিদপ্তর	১৯	০.৭০৩৬	৩২	৫	০.২৯৩৫	১৪	০.৪১০১
৪.	বাংলাদেশ টেলিভিশন	১০৪	১০০.৫০৫২	৯৮	৮৬	৩৬.৮২৫২	৬৬	৭৮.৯২৯৮
৫.	বাংলাদেশ বেতার	১০৫	১৪৬.২৫১৭	৯২	১৭	৮.৩৭৬২	১৪০	১৪৮.৯৫৫১
৬.	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	৩৫	৬০.৯৬০৯	৪	২৪	১৩.৪০৫১	২৫	৫৬.২৪৮৬
৭.	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৬০	১০.৬২৬৭	২৪	২৫	২.৬৫৪৮	৪৫	১০.৭৯২৮
৮.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	৭৩	১৭৪.৫৬৪০	২৬	১৪	৪৯.৭০৯৮	৭২	২৭০.৬৩১০
৯.	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	৪৩	১০.০১৮০	৮	৫	০.৮০৮৫	৪৮	১৯.৬১৮৯
১০.	প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ	১২	০.৪৫৩০	২	৬	০.১৪৩৭	৬	০.৩০৯৩
১১.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	-	০	-	১	০.০০২৯	৭	১০.০৬৪৯
১২.	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	১৩	০.৮৩২৪	৩	১০	০.৭৯৩৭	৩	০.০৩৮৭
১৩.	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	২	০.২০১৭	১	২	০.২০১৭	০	০
১৪.	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	০	০	০	৩	০.০৪৩১	০	০
১৫.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	১৫	২.৩২১৮	৩	১৩	২.২৪৭১	১	০.০৭৪৭
১৬.	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট	১	০.০০৪৯	৪	১	০.০০৪৯	৫	২.৯২০২
	সর্বমোট =	**৫৩৮**	**৫৬৯.৩৪৯২**	**৩১৮**	**২২০ আংশিক ৩টি**	**১১৫.৫৩৪৪**	**৪৬৭**	**৬৭০.৯৮১৭**

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৩০	-	৪	৫	৯	২১

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৫	২৮	-	১৮৯	৯

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় পিআইবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কল্যাণ ও করোনাকালীন আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেন, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২-পিআইডি

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৬৭	৪৯২০

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় সর্বমোট ৪৯২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ১৩ জন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের তথ্য:

প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণের বিষয় ও দেশের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৪-১০-২০২২ থেকে ৩০-১০-২০২২	Factory Training Milan, Italy	০৪ জন
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ১৮ মার্চ ২০২৩	'Media Campaign for Social Change and Advocacy' শীর্ষক শর্ট কোর্স, নেদারল্যান্ড	০১ জন
০৬-০৯ মার্চ ২০২৩	Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)-আয়োজিত 'Asia Vision Co-ordinators Meeting' মালয়েশিয়া	০১ জন
২১-২৫ মে ২০২৩	The 18th Asia Media Summit Ges Pre-summit Workshops, Indonesia	০১ জন
২১-২৫ মে ২০২৩	The 18th Asia Media Summit Ges Pre-summit Workshops, Indonesia	০২ জন
০৮-১১ মে ২০২৩	'7th ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention & Pre-summit Activities', Maldives	০১ জন
০৯-১১ মে ২০২৩	7th ABU Media Summit এবং Environmental Crimes Reporting বিষয়ক কর্মশালা, Maldives	০১ জন
০৬-০৮ মে ২০২৩	Co-ordination Meeting, Maldives	০১ জন
১১-১৪ জুন, ২০২৩	'71st ABU Sports Group Conference & Associated Meeting', Indonesia	০১ জন
	মোট	**১৩ জন**

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৯৬	৫২০১

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় / বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় / বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১২৮৩টি	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ১৫টি দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সুবিধা আছে	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ১৫টি দপ্তর সংস্থায় কম্পিউটারে LAN নাই।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ১৫টি দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থায় কম্পিউটারে WAN সুবিধা নাই।	৭৫১	৭৯৭

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(ক) চলচ্চিত্র সংক্রান্ত তথ্য

- শিক্ষা, বিনোদন এবং নান্দনিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র মাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সৃজনশীলতা ও অভিনয়শৈলীকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিত করার জন্য ২০২১ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য ২৭ ক্যাটাগরিতে মোট ৩১ জনকে সম্মাননাপত্র, স্বর্ণপদক ও চেক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষে নির্মিত 'টুঙ্গিপাড়ার মিয়া ভাই' চলচ্চিত্রের প্রযোজককে স্বর্ণপদক ও ২ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ০৯-০৩-২০২৩ পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১ প্রদান করেন।
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২২ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জুরি বোর্ডের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- চলচ্চিত্র মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং ৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন,কলকাতার সহযোগিতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৮শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৪র্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২২ ভারতের কলকাতায় আয়োজন করা হয়। বর্ণিত অনুষ্ঠানটিতে ৩৭টি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

(খ) অন্যান্য

- বেতার-২ অধিশাখার ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনার আওতায় 'বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম বেতার কেন্দ্রের নবায়ন সেবাটি সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান প্রেস উইংয়ে কাউন্সেলর (প্রেস) পদে ১ (এক) জন, বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও জাপান প্রেস উইংয়ে দ্বিতীয় সচিব (প্রেস) পদে ১ (এক) জন, বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালেয়েশিয়া প্রেস উইংয়ে প্রথম সচিব (প্রেস) পদে ১ (এক) জন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র প্রেস উইংয়ে প্রথম সচিব (প্রেস) পদে ১ (এক) জন এবং কনসুলেট জেনারেল অফিস অব বাংলাদেশ, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত মিশনের প্রেস উইংয়ে প্রথম সচিব (প্রেস) পদে ১(এক) জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) সম্প্রচার সংক্রান্ত তথ্য

- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকল সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহে সম্প্রচার করা হচ্ছে;
- প্রধানমন্ত্রীর '১০টি বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং করার উদ্দেশ্যে বিটিভিতে এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতেও ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- বৃহত্তর চট্টগ্রামের ৩ পার্বত্য জেলাসহ অন্যান্য জেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করা হচ্ছে এবং চট্টগ্রামের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে;
- SDG-এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও স্পট/ফিলার প্রচার করা হচ্ছে;

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানে ফটোসেশনে অংশ নেন, ৯ই মার্চ ২০২৩-পিআইডি

- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;
- বিশেষ দিবস ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহের অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে;

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

নিয়মিত কাজের পাশাপাশি গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থার অধীনে মোট ৩৭৪০৬৫.৩৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান ছিল। এর মধ্যে 'জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন'- শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ সকল প্রকল্প বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। চলমান ১৩টি প্রকল্পের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল কার্যক্রম
১।	'জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' (০১/০১/১৬ থেকে ৩০/০৬/২৩), (৭৭১৪.৪৬ লক্ষ টাকা) (*৩০ জুন, ২০২৩-এ সমাপ্ত হয়েছে।)	ক) বাংলাদেশ বেতারে মানসম্মত বেতার অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন;
		খ) জাতি গঠন কর্মকাণ্ড যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
		গ) তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের তথ্য ও বিনোদন নিশ্চিত করা;
		ঘ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখা।
২।	'বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়), (সংশোধিত)' (০১/০৭/১২ থেকে ৩০/০৬/২৩), (১১৩১৪.৯৫ লক্ষ টাকা) (* পরিকল্পনা কমিশনে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রক্রিয়াধীন।)	ক) উন্নতমানের বেতার অনুষ্ঠান (জাতীয় এবং বহিঃবিশ্ব) সম্প্রচারের জন্য আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচারভিত্তিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা;
		খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান সরবরাহ করা;

		গ) বাংলাদেশ বেতারের শেরে-বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক ভবনের ৭ম তলা থেকে ১০ম তলা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ এবং অন্যান্য অবকাঠামো সরবরাহ করা;
		ঘ) বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা, প্রকৌশল ও প্রশাসন শাখার মধ্যে আরো ভালো সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
		ঙ) নিরবচ্ছিন্ন ট্রাফিক অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ যাতে ব্যস্ততম ঢাকা শহরে নিরাপদ যাত্রী পরিবহণ;
		চ) আইসিটি সংযোগ, ই-গভর্ন্যান্স ইত্যাদি চালু করে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন;
		ছ) বাংলাদেশ বেতারের আগারগাঁও চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ব্রোঞ্জ ম্যুরাল স্থাপন করা;
৩।	'বাংলাদেশ বেতারের সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' (০১/০৭/১৮ থেকে ৩০/০৬/২৩), (৮৭২৯.৭৫ লক্ষ টাকা)	ক) আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ও উচ্চ কারিগরি মানসম্পন্ন বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার নিশ্চিতকরণ;
		খ) সম্প্রচার কাভারেজ বৃদ্ধিকরণ;
		গ) সিলেট অঞ্চলের শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন;
		ঘ) হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যার বার্তা, বন্যাকালীন ও বন্যাপরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা;
		ঙ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে শিশুদের স্কুলগামী করতে উদ্বুদ্ধ করা;
		চ) আধুনিক ও ডিজিটাল ডিজিটাল প্রযুক্তির যথার্থ প্রয়োগ এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহায়তা করা;
		ছ) স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনে সহায়ক ভূমিকা পালন;

		জ) সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সহায়তা করা;
৪।	'বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' (০১/০৭/২১ থেকে ৩০/০৬/২৪), (৪৯৮৮.৯৩ লক্ষ টাকা)	ক) ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহায়তা করা এবং আকর্ষণীয় ও উচ্চ কারিগরি মানসম্পন্ন বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার নিশ্চিতকরণ;
		খ) বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে নতুন ভবন নির্মাণের ফলে শিল্পী কলাকুশলী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন গঠনমূলক অনুষ্ঠান নির্মাণে সহায়ক হবে;
		গ) ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সহায়তা করা;
৫।	'বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৬টি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন' (০১/০১/১৭ থেকে ৩১/১২/২৩), (১৩৯১০০.০০ লক্ষ টাকা)	ক) বিভাগীয় শহর রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ-এ পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন;
		খ) প্রতিটি বিভাগে টিভি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৩য় তলাবিশিষ্ট স্টুডিও ভবন, ডরমেটরি, পুলিশ ব্যারাকসহ অন্যান্য আবশ্যিক অবকাঠামো নির্মাণ;
		গ) প্রতিটি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংস্থাপন ও পরিচালনায় ডিজিটাল স্টুডিও যন্ত্রপাতি, পোস্ট প্রোডাকশন যন্ত্রপাতি, স্টুডিও লাইটিং সিস্টেম, স্যাটেলাইট যন্ত্রপাতি, ট্রান্সমিটার যন্ত্রপাতি, ট্রান্সমিটার টাওয়ার, ওভি ভ্যান এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন।
৬।	'বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়)' (০১/০৪/১৮ থেকে ৩১/১২/২৩), (১১৮৫০.০০ লক্ষ টাকা)	ক) আইটি ভিত্তিক অটোমেটেড পদ্ধতির যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত করে বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ও সংবাদ পরিবেশন;
		খ) Full High Definition (HD) সম্প্রচার প্রবর্তন;
		গ) ৩টি স্টুডিওতে ডিজিটাল যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন;

		ঘ) টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা পালন;
		ঙ) বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।
৭।	'বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)' (০১/০৭/১৮ থেকে ৩০/০৬/২৩), (২৮০২৬.৮৩ লক্ষ টাকা)	ক) জাতীয় রোডম্যাপ এবং আইটিইউ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী বাংলাদেশে ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং পদ্ধতিতে সম্প্রচার করা;
		খ) একটি ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে একাধিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;
		গ) দর্শকদের চাহিদানুযায়ী অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচারের গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
		ঘ) ডিজিটাল সম্প্রচার প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন করা;
		ঙ) বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
৮।	'বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তর (১ম পর্যায়)', (০১/১১/২১ থেকে ১০/১০/২৪), (৪৯৬১.০০ লক্ষ টাকা)	ক) অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের সম্প্রচার ২৪/৭ এ উন্নীতকরণ;
		খ) আইটিভিত্তিক অটোমেটেড পদ্ধতি সন্নিবেশিত করে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করা;
		গ) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুবিধাসহ ৪ তলাবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ;
		ঘ) চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রচারের পাশাপাশি প্রধান বন্দর নগরীর ব্যবসায়িক সুযোগসমূহ আলোকপাত করা;
		ঙ) বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
৯।	'জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)' (০১/০১/২১ থেকে ৩১/১২/২৩), (১১০৩৬৫.৮৬ লক্ষ টাকা)	ক) অফিস কাঠামোর পাশাপাশি সিনেপ্লেক্স ও আইসিটি সুবিধাসহ ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন।
		খ) সিনেপ্লেক্সে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

১০।	‘অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ তৈরিতে বাসস’র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি’ (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২২), (৩৬৫০.৪৪ লক্ষ টাকা)	ক) স্টেট-অব-আর্ট টেকনোলজির মাধ্যমে টিভি সম্প্রচার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বাসস থেকে সামাজিক গণমাধ্যমসহ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থায় অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ সরবরাহ করা;
		খ) অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনোলজি ব্যবহারে বাসস’র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ তৈরি করা;
		গ) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা।
১১।	বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ (০১/১০/১৮ থেকে ৩১/১২/২৪), (৩২২৭৭.৮৬ লক্ষ টাকা)	ক) চলচ্চিত্র শিল্পকে সম্প্রসারণ, সুদৃঢ় করাসহ বিএফডিসিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভরকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা;
		খ) বিএফডিসি’র মধ্যে বহুমুখী বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা;
		গ) ভবনে বাণিজ্যিক এবং কারিগরি সুবিধা সংযোজনপূর্বক বিনোদনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা;
		ঘ) নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে বিএফডিসি তথা চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তি মজবুত করা।
১২।	দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি (০১/০৭/২১ থেকে ৩০/০৬/২৪), (৬২৬৭.৯০ লক্ষ টাকা)	ক) মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধ, সঠিক ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র/মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠানাদি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি উৎস হতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মহান মুক্তিযুদ্ধের অডিও-ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা;
		খ) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে আধুনিক ফিল্ম মিউজিয়াম স্থাপন করা (মুক্তিযুদ্ধের কর্নারসহ);
		গ) ৪০০ জন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে তথ্যচিত্র নির্মাণ করা;

		ঘ) প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
		ঙ) ইউনেস্কো ও ফিআফ (International Federation of Film Archives) 'র সুপারিশ ও নির্দেশনা মোতাবেক ফিল্ম প্রিজারভেশন এন্ড রেস্টোরেশন সিস্টেম আধুনিক ও শক্তিশালীকরণ।
১৩।	গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয় ও উন্নত সেবা প্রদান (০১/০৭/২২ থেকে ৩০/০৬/২৫), (৪৮১৭.৩৯.০০ লক্ষ টাকা)	(ক) মিডিয়া আর্কাইভিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যানালাইসিস সিস্টেম (সফটওয়্যার, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও হার্ডওয়্যার) স্থাপন করা;
		(খ) বাংলাদেশের সকল সোস্যাল মিডিয়া, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং টিভি চ্যানেলভিত্তিক সংবাদসমূহের নিয়মিত আর্কাইভিং এবং অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে নিজস্ব ডিজিটাল আর্কাইভিং ব্যবস্থায় সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।
		(গ) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিয়মিত নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা।
		(ঘ) রাষ্ট্র ও জনস্বার্থবিরোধী গুজব ও অপপ্রচার শনাক্তকরণ এবং তা ছড়িয়ে পড়া রোধে সঠিক তথ্যভিত্তিক কনটেন্ট প্রস্তুতকরণ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ টেলিভিশন

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৫২০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।
- বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন স্পট/ফিলার প্রচার করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, ৯ই মার্চ ২০২৩-পিআইডি

- স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জ্বালানি সাশ্রয় ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সব সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলারসহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়ে থাকে।
- সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক সরাসরি অনুষ্ঠান 'এই সময়' এবং 'স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা' নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।
- বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রের সম্প্রচার প্রতিদিন সকাল ৭.০০ মিনিট থেকে রাত ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ দিবসগুলোতে অধিবেশন সম্প্রচার সময়সূচির পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।
- দর্শক চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন সোশ্যাল মিডিয়া উইং চালু করেছে। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো বিটিভির সোশ্যাল মিডিয়া উইং-এ প্রচার করা হচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্তা শাখার প্রতিদিনের সংবাদ কাভারেজ সিডিউল 'ই-সিডিউল' প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'যেমন দেখেছি তারে' ও 'তুমি আমাদের লোক' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রচার, জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ভাষার মাস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসের ওপর ভিত্তি করে মাসব্যাপী প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচার করা হয়েছে।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক 'বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তর (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

- বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ১৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৭৫৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার

- দেশব্যাপী ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬টি সম্প্রচার ইউনিটের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার প্রতিদিন প্রায় ৪৭৭ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করছে।
- বাংলাদেশ বেতার থেকে দিন বদলের সনদ, বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান, তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান, ভিশন-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারের দিক-নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ বেতার থেকে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানমালা প্রচার হচ্ছে।
- দেশ গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ ১০টি উদ্যোগের আলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানমালা নির্মাণ ও প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অটিজম সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা, নাটিকা, গান, স্পট, স্লোগান ইত্যাদি নিয়মিত প্রচার হচ্ছে।
- মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ বিকাশে আরো বেশি বেশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান, উন্নয়নবার্তা ও মেগা প্রজেক্টসমূহ নিয়ে গান, জিঙ্গেল, ম্যাগাজিন, সাক্ষাৎকারসহ বিশেষ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা এবং প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সকল অনুষ্ঠান, জাতীয় সংসদের সকল অধিবেশন, জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাসমূহ সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে।
- বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন সংগ্রাম ও অবদান সংক্রান্ত যে-কোনো সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বুলেটিনে প্রচার করা হচ্ছে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচি নিয়ে সংবাদে নিয়মিত প্রচার করা হয়। পাশাপাশি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে সংবাদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পাশাপাশি বৈশ্বিক ঘটনাবলির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়মিত সংবাদে প্রচার।

তথ্য অধিদফতর

- তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট উন্নত ও হালনাগাদ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিদফতর প্রথমবারের মতো অমর একুশে বই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় স্থাপিত অধিদফতরের স্টলটি পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।
- স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ ক্রোড়পত্র বাংলাদেশ ও ভারতের পত্রিকায় একই সাথে প্রকাশিত হয়েছে।
- বিজয় দিবসের একটি বিশেষ ফিচার বাংলাদেশ ও ভারতের পত্রিকায় একই সাথে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি অর্থবছরের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, ২৯শে মার্চ ২০২৩-পিআইডি

- তথ্য অধিদফতর থেকে প্রকাশিত বই সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ায় প্রথমবারের মতো জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের কাছে বিক্রি করা হয়েছে।
- পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ প্রকল্পের প্রথম ট্রায়াল ট্রেনের রানের ওপর এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ভিডিও তথ্যচিত্র প্রচার করা হয়েছে।
- তথ্য অধিদফতর থেকে ১৭টি গুজব বিরোধী ভিডিও কন্টেন্ট ও Iconotext প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

- রূপকল্প-২০৪১-এ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, মহিলা সমাবেশ, উন্মুক্ত বৈঠকসহ বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ‘এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি’, উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনাসভা, প্রেস রিলিজের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জেলা তথ্য অফিসসমূহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সকল জনশক্তিসহ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ নানাবিধ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর রচিত সংগীত ৬৮ তথ্য অফিস কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ সংগীত দলের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সুইডেনের স্টকহোমে ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্টেরিয়াল ফোরামের ‘সবুজ উদ্যোগ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ’ গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন, ১৫ই মে ২০২৩-পিআইডি

- প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনাসভা, আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার ও প্রেসব্রিফিং এবং সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি বিষয়ে বিলবোর্ড স্থাপন, ফেস্টুন প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, আলোচনা ও মহিলা সভার মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী জনগণকে সচেতন করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে।
- নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দাপ্তরিক পোট্রেট মুদ্রণ করে চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ করা হয়েছে।
- পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বাংলাদেশের প্রজাপতি ও ফড়িং, Bangladesh at a Glance শীর্ষক বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। যা ঐতিহাসিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও বাংলাদেশের সামগ্রিক পর্যটন বিষয়ক সচিত্র পুস্তক পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। যেটি দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য গাইড বই হিসেবে কাজ করবে।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন বিষয়ে ‘বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ‘শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টের ওপর আলাদা প্রামাণ্যচিত্র/ টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড নিয়ে ‘বাঙালির কাল রাত’ শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রসহ তাঁর জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১১টি জাতীয় দিবসসহ ১২টি দিবসে ৮২৫টি ক্রোড়পত্রের অঙ্গসজ্জা ও বিতরণ করা হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ১৮তম এশিয়া মিডিয়া সামিট ২০২৩-এর উদ্বোধনী দিনে 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন, ২৩শে মে ২০২৩-পিআইডি

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

- Role of Media in Reducing Social Degradation শীর্ষক ১টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল (ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ও নিউজ লেটার (ষষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে।
- ১৫টি প্রশিক্ষণের অনুকূলে ২০৫ জন পুরুষ ও ৯৩ জন নারীসহ মোট ২৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ১০টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের অনুকূলে ২২৭ জন পুরুষ ও ৪৮ জন নারীসহ মোট ২৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৫৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের অনুকূলে ১,২৬৯ জন পুরুষ ও ৫০০ জন নারীসহ মোট ২,৩৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- P4D (Platform for Dialogue) প্রকল্পের আওতায় Citizen Charter, NIS, RTI Ges GRS-এর ওপর ১০ টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য NIMC Media Award-২০২৩ আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

- ২৫শে অক্টোবর ২০২২ তথ্য ভবন অডিটোরিয়ামে সংবাদপত্র/সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২২ প্রদান করা হয়।
- ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে একটি শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

- প্রতিবেদনাধীন বছরে ৫টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে সাংবাদিকদের অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরির নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- বিভিন্ন কমিটিসমূহের মধ্যে জুডিশিয়াল কমিটির ৬০টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ১২টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি প্রেস আপিল বোর্ডের ৩০টি সভায় ১১টি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য কমিটিসমূহের মধ্যে ১০টি দরপত্র কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

- ৯২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৫৫টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সেন্সর করা হয়েছে। সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ৮৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৫৩টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলারের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- ৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র এবং ১টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।
- বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ২৫৭টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- ৩৩১টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩২৬টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৫টি পোস্টার/স্থিরচিত্র বাতিল করা হয়েছে।
- ৩টি চলচ্চিত্র সংসদের নিবন্ধনের সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ ৩৪,৩৫,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

- ১০টি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে;
- ১টি জার্নাল ও ৫টি বই প্রকাশ করা হয়েছে;
- ১১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ৬৪২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ১১০টি ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র, ১৬৩৪টি তথ্যচিত্র/ সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র, ৫১টি বই, ৪৬টি পোস্টার, ২০টি চিত্রনাট্য, ১৮টি ফটোসেট, ১২০৭টি পেপার কাটিং এবং ১৫টি অনান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে;
- ১১০টি সংরক্ষিত চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর করা হয়েছে;
- সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে মোট ৯৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে;
- ৯৮৮টি চলচ্চিত্র /তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র চেকিং ও ক্লিনিং করা হয়েছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

- ৫৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৮৪২ জন অংশগ্রহণ করেছে।
- সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান শীর্ষক গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি : সংবাদপত্রে প্রতিফলন শীর্ষক গ্রন্থের ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।
- এসডিজি ও উন্নয়নমূলক ৪০টি ফিচার প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

- মোট ১,১২,২১৯ (এক লক্ষ বারো হাজার দুইশত উনিশ) টি সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে, যা দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ/ প্রচারের জন্য গ্রাহক/গণমাধ্যমের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ওপর বিভিন্ন সংবাদপত্রে মোট ২০০টি বিশেষ ফিচার/ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং এসব প্রতিবেদন নিয়ে ২টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ সম্পর্কে সাংবাদিক, অংশীজন এবং সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে ঢাকায় ১টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন

- সারাদেশে ৪২,৬৩০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- জেলা পর্যায়ে ৫৩৩ জন, উপজেলা পর্যায়ে ৪,০৩৭ জন এবং মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থার ৪৩২ জন) জন কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১১টি জেলা এবং ৭০টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ভাড়াকৃত অফিস (প্রত্নতত্ত্ব ভবনের একটি ফ্লোর) থেকে নভেম্বর ২০২২ তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবন এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগরে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব ইনফরমেশন কমিশনারস-এর ৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী এক্সিকিউটিভ কমিটিতে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

- 'মহুয়া মঙ্গল' ছবির বকেয়া আদায়ের মামলায় বিজ্ঞ আদালত আসামিকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও বিএফডিসির পাওনা ২,৫৪,০০০/- (দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকা পরিশোধের আদেশ প্রদান করেন।
- সুপ্রিম কোর্টে এবং জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এ কর্পোরেশনের বিচারাধীন ৩৭টি মামলায় নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ শীর্ষক বায়োপিক চলচ্চিত্রের শুটিং ও পোস্ট-প্রোডাকশন কাজ শেষে ১৭ই মার্চ ২০২২-এ চলচ্চিত্রটির প্রথম পোস্টার, ৩রা মে ২০২২ সালে ২য় পোস্টার এবং ১৯শে মে ২০২২ এ ফ্রান্সের কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিনেমার ট্রেইলার রিলিজ করা হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)

- এপিএ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কোর্সসমূহে মোট ৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে মোট ৫টি ডিপ্লোমা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে।
- চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ক মোট ৮টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী, ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস, সুবিধাদি সৃজন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ৭.১২ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

- ১০৫১ জন সাংবাদিককে সর্বমোট ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৩ অনুমোদন করা হয়েছে।
- দুস্থ, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ও মৃত সাংবাদিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার জন্য মঞ্জুরি, বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড প্রদান নির্দেশিকা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

তথ্য অধিদফতর

তথ্য অধিদফতর

তথ্য অধিদফতরের পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ প্রচার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) দেশের তথ্যসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্যের নিরাপদ সঞ্চালন, তথ্য অধিকার সংরক্ষণ, অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণসহ তথ্য সংশ্লিষ্ট বিবিধ আইন, বিধিবিধান, প্রবিধান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। স্বাধীনতা-পূর্বকালীন আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ঢাকা স্বাধীনতা-উত্তরকালে তথ্য অধিদফতর হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ (Research and Reference) দপ্তরকে তথ্য অধিদফতরের সাথে একীভূত করা হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এবং ময়মনসিংহে তথ্য অধিদফতরের সাতটি আঞ্চলিক তথ্য অফিস রয়েছে ।

রূপকল্প (Vision)

সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্য সেতুবন্ধ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সরকারের নীতি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার করা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত সংবাদ গতিধারা নীতিনির্ধারকদের অবহিতকরণ এবং অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড সরবরাহ ও প্রটোকল সেবার মাধ্যমে সাংবাদিকদের কাজে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখা;
- একটি আধুনিক, কার্যকর এবং জনমুখী গণমাধ্যম শিল্প বিকাশে সহায়তা করা;

জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার।

সাংগঠনিক তথ্যাবলি

তথ্য অধিদফতরের জনবলের বিবরণী

ক্রম	গ্রেড	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১.	১ম থেকে ৯ম	১৪০	৭৭	৬৩
২.	১০ম	৪৫	৩০	১৫
৩.	১১ থেকে ১৬	১৯৮	১৩৬	৬২
৪.	১৭ থেকে ২০	১৪৭	১০৩	৪৪
	সর্বমোট	৫৩০	৩৪৬	১৮৪

বিবিধ কার্যক্রম ও অর্জন

ক্রমিক	কর্মসম্পাদক সূচক	একক	মান	২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা	জুলাই-২২ থেকে জুন-২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	শতকরা হার
১	[১.১.১] তথ্যবিবরণী ইস্যু	সংখ্যা	১২	৪৮০০	৪৮০৫	১০১%
	[১.১.২] ডিজিটাল ফটো কভারেজ	সংখ্যা	১০	৪৫০০	৪৬৫২	১০৩%
২	[২.১.১] অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু % (পরিপূর্ণ নির্ভুল আবেদন প্রাপ্তির ২১ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি)	শতকরা	০৭	১০০%	১৯৬	১০০%
	[২.১.২] অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন % (পরিপূর্ণ নির্ভুল আবেদন প্রাপ্তির ২১ কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি)	শতকরা	০৬	৯০%	১২২৭	১০০%
	[২.১.২] অনলাইন নিউজ পোর্টালের নিবন্ধন প্রদান % (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক অনুমোদন প্রাপ্ত যে সকল আবেদনকারী চালান জমাসহ পরিপূর্ণ ও নির্ভুল আবেদন করেছেন, সে সকল আবেদন ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি)	শতকরা	০৬	৭০%	১০৫	১০০%
৩	[৩.১.১] ক্রোড়পত্র প্রকাশ	সংখ্যা	০৮	১১	১১	১০০%
	[৩.১.২] ফিচার / নিবন্ধন প্রকাশ	সংখ্যা	০৬	১৬০	১৬৩	১০২%
৪	[৪.১.১] প্রেস ক্লিপিংস	সংখ্যা	০৬	১৫০০০	১৯১১৬	১২৭%
	[৪.১.২] ডিজিটাল প্রেসট্রেন্ড	সংখ্যা	০৫	৩০০	৩৫৫	১১৮%
	[৪.১.৩] ডিজিটাল নিউজ ব্রিফ	সংখ্যা	০৪	৩০০	৩৫৬	১১৯%
		মোট=	৭০			

বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণ

সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী (উপযোজনসহ) প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ

কোড নম্বর ও ব্যয়ের দফা	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১০১ - অফিসারদের বেতন	৪,৫৮,০০,০০০/-	৪,১৬,৮৮,০০০/-
৩১১১২০১- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৩,৬৬,৭০,০০০/-	৩,২৪,২২,০০০/-
৩১১১৩০১-৩১১১৩৩৪-ভাতাদি	৭,৮৩,৯৬,০০০/-	৬,২১,৭৪,০০০/-
৩২১১ - ৩২৫৮ - পণ্য ও সেবার ব্যবহার	২৭৪,৪৫,০০০/-	২,৬৬,৯২,০০০/-
৪১১২-৪১১৩ - অ-আর্থিক সম্পদ	৪৭,৮৫,০০০/-	৪৪,৯৩,০০০/-
সর্বমোট	১৯,৩০,৯৬,০০০/-	১৬,৭৪,৬৯,০০০/-

৭টি আঞ্চলিক তথ্য অফিসের (চট্টগ্রাম, রাজশাহী , খুলনা, বরিশাল, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ) সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী (উপযোজনসহ) মোট প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ :

কোড নম্বর ও ব্যয়ের দফা	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১০১ - অফিসারদের বেতন	১,৪৪,৫৯,০০০/-	১,১৪,৫১,০০০/-
৩১১১২০১- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১,৭২,৬৯০০০/-	১,৩৮,৮৩,০০০/-
৩১১১৩০১ - ৩১১১৩৩৮ -ভাতাদি	৩,১৯,২২,০০০/-	২,০৬,৫৮,০০০/-
৩২১১- ৩২৫৮- পণ্য ও সেবার ব্যবহার	২,১৫,৯৭,০০০/-	১,৬২,৭৪,০০০/-
৪১১২-৪১১৩- অ-আর্থিক সম্পদ	৪১,৬৯,০০০/-	৩৮,৯৫,০০০/-
সর্বমোট	৮,৯৪,১৬,০০০/-	৬,৬১,৬১,০০০/-
সদরদপ্তর ও আঞ্চলিক তথ্য অফিসসমূহের মোট বাজেট - (১৯,৩০,৯৬,০০০/- +৮,৯৪,১৬,০০০) = ২৮,২৫,১২,০০০/- মোট ব্যয় - ১৬,৭৪,৬৯,০০০/- +৬,৬১,৬১,০০০) = ২৩,৩৬,৩০,০০০/-		

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি দেশের অর্থনীতি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এর মধ্যে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ দেশ ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মতো তথ্য অধিদফতরও এ বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১০টি বিশেষ উদ্যোগের বিষয়ে নিয়মিত ফিচার ও হ্যান্ড আউট প্রকাশ। ফিচার ও হ্যান্ড আউট প্রকাশের কার্যক্রম নিয়মিত রাজস্ব খাতের বরাদ্দ থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত ফিচারের সংখ্যা	হ্যান্ড আউটের সংখ্যা
১	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প	১	৩
২	আশ্রয়ণ প্রকল্প	১	৮
৩	ডিজিটাল বাংলাদেশ	৮	১৮৮
৪	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	১	১১৩
৫	নারীর ক্ষমতায়ন	৩	৪৩
৬	ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	৪	৯৫
৭	কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য	১	৫৯
৮	সামাজিকা নিরাপত্তা কর্মসূচি	৬	২৭৬
৯	বিনিয়োগ বিকাশ	৬	১৪৪
১০	পরিবেশ সুরক্ষা	৬	১৩০

সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে কর্মচারীদের ৬০ জনঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রশিক্ষক হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. আরিফ নাজমুল হাসান বক্তৃতা করেন, ২৪শে জানুয়ারি ২০২৩-পিআইডি

সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া ও ৭টি আঞ্চলিক তথ্য অফিস প্রধানগণের মাঝে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষরিত হয়, ২২শে জুন ২০২৩-পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (NIS)' বাস্তবায়ন বিষয়ে আঞ্চলিক তথ্য অফিসসমূহের ফিডব্যাক সভায় সভাপতিত্ব করেন, ৫ই জুন ২০২৩-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের উপস্থিতিতে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়, ২৫শে জুন ২০২৩-পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, ২২শে জুন ২০২৩-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আলোচনাসভা, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, ৭ই মার্চ ২০২৩-পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে 'সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণ' শীর্ষক সভায় সভাপতিত্ব করেন, ৫ই জুন ২০২৩-পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া বরিশাল সার্কিট হাউজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ক স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, ১লা জানুয়ারি ২০২৩-পিআইডি, বরিশাল

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের ওপর আলোকচিত্র ও বই প্রদর্শনীর উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করেন। এসময় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. নিজামুল কবীর ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন, ৭ই মার্চ ২০২৩-পিআইডি

তথ্য অধিদফতরের ইনোভেশন টিমের যশোরস্থ শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রকল্প পরিদর্শন এবং নলেজ শেয়ারিং, ২৭শে নভেম্বর ২০২২-পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, ১৩ই জুন ২০২৩-পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়ার সভাপতিত্বে 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ' সভা বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২২-পিআইডি

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন সরকারের মাঠ পর্যায়ে একমাত্র প্রচার প্রতিষ্ঠান। সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনাকারী এই প্রতিষ্ঠান সরকারের নীতি, আদর্শ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। পাশাপাশি সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মতামত সংগ্রহ করে সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়।

অধিদপ্তরটির রূপকল্প হচ্ছে- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য সেবা সর্বত্র ও সকলের জন্য নিশ্চিত করা। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির অভিলক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের সাথে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে তথ্য সেবার মাধ্যমে সচেতন, উদ্বুদ্ধ এবং উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
১১৭৯	৫৬০	৬১৯	প্রযোজ্য নয়

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
৫৩	৪১	৩৩৬	১৮৯	৬১৯

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
০৬	২৫	৩১	-	-	-

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৪৫	৬০.৮৬	৪০	২০	৪.৬১	২৫	৫৬.২৫

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
০১	-	-	-	-	-

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৫টি	৫১ জন

১৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৪৯৬ জন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৪টি	৫০৫ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৬০টি	হ্যাঁ	নেই	হ্যাঁ	২৮ জন	৩৩ জন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- রূপকল্প-২০৪১ এ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, মহিলা সমাবেশ, উন্মুক্ত বৈঠকসহ বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে 'এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি', উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনাসভা, প্রেস রিলিজের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।
- গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জেলা তথ্য অফিসসমূহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সকল জনশক্তিসহ তরুণ প্রজন্মকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতন করতে নিয়মিত ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ নানাবিধ প্রচার কার্যক্রমের আয়োজন করছে।

- ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সারাদেশব্যাপী মত বিনিময় সভা, কর্মশালা ও সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর রচিত সংগীত ৬৮ তথ্য অফিস কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ সংগীত দলের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনাসভা, আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার ও প্রেস ব্রিফিং এবং সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি বিষয়ে বিলবোর্ড স্থাপন, ফেস্টুন প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, আলোচনা ও মহিলা সভার মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী জনগণকে সচেতন করেছে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে ৬৪ জেলা তথ্য অফিস ও পার্বত্য অঞ্চলের ৪টি উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রচার কার্যক্রমের প্রতিবেদন

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়িত কার্যক্রম (সংখ্যা)
১	সড়ক প্রচার	১৪০৯৩
২	জনসচেতনতামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন/বার্তাবহুল ফেস্টুন স্থাপন	১১২৩৭
৩	মুজিব বর্ষ ও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর আলোচনাসভা/মতবিনিময় সভা/মহিলা সমাবেশ/ভার্চ্যুয়াল সভা আয়োজন/পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন	১২৭৪
৪	উন্মুক্ত বৈঠক আয়োজন	১৬১৪
৫	‘এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি’ অনুষ্ঠান আয়োজন/বঙ্গবন্ধুর ওপর অনলাইন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন	১২৮
৬	মুজিব বর্ষ ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন/রেকর্ডকৃত ঐ রূপ সংগীত প্রচার	১৬৮৭
৭	পিএই কভারেজ	১২১৩৪
৮	পোস্টার/লিফলেট/পুস্তিকা/সাময়িকী বিতরণ ও প্রদর্শন	৩৯.৮১ লক্ষ
৯	প্রেক্ষাগৃহ প্রদর্শন	১০০
১০	অনলাইনে সচেতনতামূলক বার্তা/চিত্র/কনটেন্টস প্রচার	৩৪৮৯
১১	ভিডিও কলের মাধ্যমে উন্মুক্ত বৈঠক আয়োজন	৬৪১
১২	স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনে মুজিববর্ষের কনটেন্টস/উন্নয়ন বার্তা/সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার	৭০২

১৩	**বিশেষ কর্মসূচি**	
	ক)	তথ্য অফিসসমূহ দেশব্যাপী জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জরুরি বার্তা নিয়মিত প্রচার/মাইকিং করছে।
	খ)	জেলা তথ্য অফিসসমূহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে/ ফেসবুকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বার্তা/ছবি/ভিডিও নিয়মিত আপলোড করছে।
	গ)	বিভাগীয় পর্যায়ের জেলা তথ্য অফিস কর্তৃক এলইডি বোর্ডের মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ করণীয় সংক্রান্ত বার্তা প্রচার করছে।
	ঘ)	'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনাসভা ও সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন।
	ঙ)	'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন।

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

মোট প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা	মন্তব্য
১টি জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্প	বরাদ্দ ৩৭.১১ অর্থ অবমুক্ত ৩১.৫৪	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় ৩০.৯২ বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার ৮৩.৩১%	১২টি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটি বি ক্যাটাগরিভুক্ত ছিল। এ কারণে বরাদ্দকৃত ৩৭.১১ কোটি টাকার মধ্যে বরাদ্দের ৮৫% হারে ৩১.৫৪ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ৩০.৯২ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হারে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮.০১%

জেলা তথ্য অফিস শেরপুর কর্তৃক আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে লালমনিরহাট জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে ২৩শে আগস্ট ২০২৩ তারিখে লালমনিরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভা

জেলা তথ্য অফিস, শেরপুর কর্তৃক আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা, স্থান: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ, তারিখ: ২রা মার্চ ২০২৩

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

ইতিহাস

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৪টি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন ‘চলচ্চিত্র বিভাগ’ ও ‘প্রকাশনা বিভাগ’কে একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ২১শে জুন ‘চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর’ পুনর্গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালের ১লা জুন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা নিবন্ধন পরিদপ্তর’ এবং ‘বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা সেল’ সংযুক্ত করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর পুনর্গঠন করা হয়। এর ইংরেজি নাম ‘Department of Films and Publications’ ইংরেজি নামের অদ্যাক্ষরের সমন্বয়ে এ অধিদপ্তর ডিএফপি (DFP) নামে সমধিক পরিচিত।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ৩৫১
পূরণকৃত পদ: ১৫২
শূন্য পদ: ১৯৯

শূন্য পদের বিন্যাস

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
১৮	১৪	৯৫	৭২	১৯৯

গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের বিবরণ

সম্পাদক-৩টি, উপপরিচালক-(চারুকলা ও নকশা) ১টি, ল্যাব সুপারিনটেন্ডেন্ট-১টি, সহকারী পরিচালক-১টি, বিজ্ঞাপন কর্মকর্তা-২টি, চিত্র প্রযোজক-১টি, গবেষণা কর্মকর্তা-১টি, কেমিস্ট-১টি, সহকারী চিত্র প্রযোজক-৩টি, স্ক্রিপ্ট রাইটার-১টি, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-১টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৭টি।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৭	১১

এছাড়া ই-ফাইলিং, ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা, অফিস ব্যবস্থাপনা, চাকরির বিধানাবলিসহ বিবিধ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	ঘণ্টা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৫ দিন	১৬০ x ৮ = ১২৮০	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২ দিন	১২৮ x ১৬=২,০৪৮	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৬০ জনঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৮ দিন	১,৩১ x ৬৪=৮৩৮৪	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২ দিন	৮৯ x ১৬=১৪২৪	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ দিন	২৫ x ৮=২০০	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৪ দিন	১১৫ x ৮=৯২৪	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ দিন	৬৩ x ৮=৫০৪	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	৩ দিন	৬৫ x ৮=৫২০	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার ওয়ার্কশপের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫	২৮৯

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
৫৮	১১,১৮,০১,১০৭/-		৩৭	৪,৬২,৪৪,৩৪০/-	৪৫	১২,০৫,৪০,৩৭৫/-

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নিয়মিত ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহের তালিকা

(ক) নিয়মিত প্রকাশনা

ক্রমিক	প্রকাশনার নাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	সচিত্র বাংলাদেশ (১২ সংখ্যা)	১ লক্ষ ২০ হাজার কপি
২	নবারুণ (১২ সংখ্যা)	১ লক্ষ ৩৫ হাজার কপি
৩	বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি (৪ সংখ্যা)	১২ হাজার কপি

(খ) অ্যাডহক প্রকাশনা

পুস্তক/পুস্তিকা

ক্রমিক	প্রকাশনার নাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	Bangladesh at a glance	৩ হাজার কপি
২	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ (পুনর্মুদ্রণ)	১ হাজার কপি
৩	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন	১ হাজার কপি
৪	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	১ হাজার কপি
৫	বাংলাদেশের প্রজাপতি ও ফড়িং	২ হাজার কপি
৬	Bangladesh Delta Plan 2100	২ হাজার কপি
৭	বাংলাদেশের পর্যটন (পুনর্মুদ্রণ)	২ হাজার কপি
৮	পূর্ব পাকিস্তানের সংকট বিষয়ে শ্বেতপত্র (পুনর্মুদ্রণ)	১ হাজার কপি

পোস্টার/লিফলেট/স্টিকার

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	মহামান্য রাষ্ট্রপতির পোর্ট্রেট মুদ্রণ	১০ হাজার কপি
২	৮ই আগস্ট ২০২২ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মদিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার	৪ লক্ষ
৩	বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মদিবস উপলক্ষে ইংরেজি ভাষায় পোস্টার	২ হাজার
৪	১৫ই আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার	৭ লক্ষ
৫	১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইংরেজি ভাষায় পোস্টার	২ হাজার
	১৮ই অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার	১. ৫ লক্ষ
৬	১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার	৪ লক্ষ
৭	১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে ইংরেজি ভাষায় পোস্টার মুদ্রণ	২ হাজার
৮	১০ই জানুয়ারি ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার মুদ্রণ	৩ লক্ষ
৯	২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষায় সার্বজনীন পোস্টার মুদ্রণ	৪.৫ লক্ষ
১০	২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলা ভাষায় পোস্টার মুদ্রণ	১ লক্ষ
১১	৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার মুদ্রণ	৪ লক্ষ
১২	১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার মুদ্রণ	৪ লক্ষ
১৩	২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার মুদ্রণ	৩ লক্ষ
১৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলা ভাষায় পোস্টার মুদ্রণ	৫ লক্ষ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

এ অধিদপ্তরের চলচ্চিত্র শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় প্রামাণ্যচিত্র-০৭টি, ডকুড্রামা-৫টি, টিভি ফিলার-৩টি, সংবাদচিত্র ২৪টি ও বিশেষ সংবাদচিত্র ১০টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কিত হিসাব কোডটি দ্বিতারকা বিশিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন করাতে হয়। এ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সময় ক্ষেপণের কারণে নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

ক) প্রামাণ্যচিত্র-৭টি

ক্রমিক	শিরোনাম	স্থিতিকাল (মিনিট)	প্রযোজক
১	সমুদ্র বিজয় ও ব্লু-ইকোনমি	২০	মো. দেলওয়ার হোসেন
২	বদলে যাওয়া বাংলাদেশ	২৫	ফজলে আজিম জুয়েল
৩	বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু	১০	ফজলে আজিম জুয়েল
৪	পরিবহণে নতুন দিগন্ত মেট্রোরেল	১১	মো. শাহ আলম
৫	পায়রা সমুদ্র বন্দর	১১	মো. শাহ আলম
৬	বাঙালির কাল রাত (১৫ই আগস্ট)	১২	মো. মনিরুল ইসলাম
৭	মুক্তির সনদ ৬ দফা ও আগরতলা মামলা	১১	মো. মনিরুল ইসলাম

খ) ডকুড্রামা-৫টি

ক্রমিক	শিরোনাম	স্থিতিকাল (মিনিট)	প্রযোজক
১	কন্যা আমার আশীর্বাদ (যৌতুক ও নারী নির্যাতন বিরোধী)	২৬	মো. খোরশেদ আলম চৌধুরী
২	আমাদের পরিবার (সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন বিষয়ক	২৫	মো. খোরশেদ আলম চৌধুরী
৩	বঙ্গবন্ধুর বিনিদ্র রজনী	১৩	মো. মনিরুল ইসলাম
৪	আমার শিশু আমার আশা (শিশু বিকাশ সম্পর্কিত)	১২	মো. মনিরুল ইসলাম
৫	প্রত্নতত্ত্ব আমার অহংকার	৩০	ফজলে আজিম জুয়েল

গ) টিভি ফিলার-৩টি

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রযোজক
১	জুলিও কুরি পুরস্কার প্রাপ্তির ৫০ বছর	ফজলে আজিম জুয়েল
২	এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	মো. দেলওয়ার হোসেন
৩	পর্যটনে পদ্মা সেতু	মো. মনিরুল ইসলাম

ঘ) সংবাদচিত্র ও বিশেষ সংবাদচিত্র

ক্রমিক	সংবাদচিত্র ও বিশেষ সংবাদচিত্র	প্রযোজক
১	২৪টি সংবাদচিত্র	মো. মনিরুল ইসলাম (জুলাই ২০২২-এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ২০টি) মো. শাহ আলম (মে ২০২৩-জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৪টি)
২	১০টি বিশেষ সংবাদচিত্র	মো. মনিরুল ইসলাম (৮টি) ও মো. শাহ আলম (২টি)

এছাড়া অন্যান্য সরকারি দপ্তরের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ৪টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	শিরোনাম	ধরণ	প্রযোজক	অর্থায়ন
১	বিসিআইসি'র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড	টিভি ফিলার	মো. মনিরুল ইসলাম	বিসিআইসি
২	বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন	প্রামাণ্যচিত্র	মো. মনিরুল ইসলাম	আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট

৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল	তথ্যচিত্র	মো. শাহ আলম	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৪	ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	তথ্যচিত্র	মো. শাহ আলম	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক মীর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন আলী

ক্রোড়পত্র বিতরণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নলিখিত দিবসসমূহে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের অঙ্গসজ্জা ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ক্রোড়পত্র বিতরণের হিসাব

ক্রমিক	তারিখ/ মাস	দিবসের নাম	ক্রোড়পত্রের সংখ্যা
১	৮ই আগস্ট, ২০২২	বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন	৮০টি
২	১৫ই আগস্ট, ২০২২	জাতীয় শোক দিবস	১৩৩টি
৩	১৮ই অক্টোবর, ২০২২	শেখ রাসেল দিবস	২৮টি
৪	৪ঠা নভেম্বর, ২০২২	জাতীয় সংবিধান দিবস	০৫টি
৫	১৬ই ডিসেম্বর, ২০২২	মহান বিজয় দিবস	১৭৫টি
৬	৭ই জানুয়ারি, ২০২৩	সরকারের বর্ষপূর্তি	২৫টি
৭	১০ই জানুয়ারি, ২০২৩	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	৩৩টি

৮	২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৪৬টি
৯	৭ই মার্চ, ২০২৩	বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ	৩০টি
১০	১৭ই মার্চ, ২০২৩	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস	৬২টি
১১	২৫শে মার্চ, ২০২৩	গণহত্যা দিবস	২৫টি
১২	২৬শে মার্চ, ২০২৩	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস	১২৯টি
১৩	২৮শে মে, ২০২৩	বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি	৫৪টি
		সর্বমোট-	**৮২৫টি**

জাতীয় দিবসসমূহের ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। এছাড়াও বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে-কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার আওতায় উদযাপনকৃত বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র বিতরণের দায়িত্ব পালন করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য দপ্তরের বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে এ অধিদপ্তর ৩৬৭টি ক্রোড়পত্র বিতরণ করেছে।

নিরীক্ষিত সংবাদপত্র

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিরীক্ষিত সংবাদপত্রের হিসাব

ক্রমিক	মাসের নাম	নিরীক্ষার সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২২	৪৯
২	আগস্ট, ২০২২	৩৬
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৬০
৪	অক্টোবর, ২০২২	৪৫
৫	নভেম্বর, ২০২২	৫৮
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৪৬
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	০৬
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৪০
৯	মার্চ, ২০২৩	৩১
১০	এপ্রিল, ২০২৩	৫৫
১১	মে, ২০২৩	১০৬
১২	জুন, ২০২৩	৭৪
	অর্থবছরের মোট	**৬০৬**

নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পত্রিকার নামের ছাড়পত্র ও প্রত্যয়নপত্রের হিসাব

ক্রমিক	মাস	ছাড়পত্র	প্রত্যয়নপত্র
১	জুলাই, ২০২২	৭	১২
২	আগস্ট, ২০২২	৪	৬

৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৩	২
৪	অক্টোবর, ২০২২	৫	৩
৫	নভেম্বর, ২০২২	৭	১
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৮	৪
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৭	২
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১	৬
৯	মার্চ, ২০২৩	৩	২
১০	এপ্রিল, ২০২৩	৮	-
১১	মে, ২০২৩	৭	৭
১২	জুন, ২০২৩	১৮	৬
	সর্বমোট	**৭৮টি**	**৫১টি**

'তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ

পত্রিকা পরিদর্শন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পত্রিকা পরিদর্শনের হিসাব

মিডিয়া, নিরীক্ষা এবং ওয়েজ বোর্ড মনিটরিং টিমের কাজের অংশ হিসেবে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে পত্রিকা অফিস পরিদর্শন করে বিদ্যমান নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্রমিক	মাসের নাম	নিরীক্ষার সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২২	৮
২	আগস্ট, ২০২২	১৪
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	২৭
৪	অক্টোবর, ২০২২	২২
৫	নভেম্বর, ২০২২	০৪

ই-নথি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার আব্দুল্লাহ হেল কাফি

৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৩৩
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	০৩
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১৪
৯	মার্চ, ২০২৩	০২
১০	এপ্রিল, ২০২৩	২২
১১	মে, ২০২৩	৩১
১২	জুন, ২০২৩	২৭
	অর্থবছরের মোট	**২০৭**

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বিবিধ

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০২১ অনুসরণপূর্বক এ অধিদপ্তরের তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২০২৩ প্রদান করা হয়।

ক্রমিক	নাম ও পদবি	গ্রেড	পুরস্কার
১	ইসরাত জাহান উপপরিচালক (প্রকাশনা)	গ্রেড ২-৯	১ মাসের মূল বেতন, সনদপত্র ও পদক
২	মো. মিজানুর রহমান অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড ১০-১৬	১ মাসের মূল বেতন, সনদপত্র ও পদক
৩	আবু বকর সিদ্দিক নিরাপত্তা প্রহরী	গ্রেড ১৭-২০	১ মাসের মূল বেতন, সনদপত্র ও পদক

১৫ই আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোকচিত্র, পোস্টার ও ক্রোড়পত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি.

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুর হাতে সম্মাননা সনদ তুলে দিচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি.

অবসরপ্রাপ্ত সহকারী চিত্র প্রযোজক সাইপউদ্দিনের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া

বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিনিধিদলের হাতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকাশনা তুলে দিচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি.

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, ৭ই মার্চ ২০২৩

বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশন দেশের একমাত্র সরকারি জাতীয় গণমাধ্যম। সব শ্রেণির মানুষের চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিটিভি তার প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিক্ষা, কৃষ্টি, কালচার, স্বাস্থ্য, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উপজীব্য করে, বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে সব ধরনের অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হয়ে থাকে। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ টেলিভিশন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১৯০৮	১১৮৮	৭২০	২৬৬	বাংলাদেশ টেলিভিশনের রাজস্ব বাজেটে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১৯০৮। স্থায়ী পদ ১৬৪২ এবং অস্থায়ী পদ ২৬৬টি।
১৯০৮	১১৮৮	৭২০	২৬৬	

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
২২১	৫২	৩১৪	১৩৩	৭২০

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৪১	৯৪	১৩৫	০৫	১২৫	১৩০	

(২) অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	বাংলাদেশ টেলিভিশন	১৫২	১০১.৫৮	১০	৮৬	৩৬.৮৩	৬৬	৭৮.৯৩

অডিট রিপোর্টে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা

২০০৩-০৬ সালের অডিটের ০১ নং অনুচ্ছেদে চুক্তির বিপরীতে বিজ্ঞাপন প্রচার বাবদ প্রাপ্ত টাকার চেক বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে যোগসাজশে বদল করে কম টাকার চেক সরকারি কোষাগারে জমা করে ১,৪৭,৩২,৫৬৮/- টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত একটি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিটিভি কর্তৃক জেলা জজ আদালতে মানি মোকদ্দমা মামলা নং-৪৩৮/০৮ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয় স্পেশাল জজ আদালতে মামলা নং-১৫/২০০৯ দায়ের করা হয়। মামলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
০৬	-	-	-	-	০৬

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
-	০৪	-	১৮২	০৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৪টি	৮৮ জন

এছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ডি-নথি, তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সিটিজেন চার্টার এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৬টি এবং প্রশিক্ষণার্থী ৮৫৬ জন।

প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১৩ জন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫০টি	৩৪৬ জন

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৩৯০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-	-

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ঢাকা কেন্দ্র

- বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রের সম্প্রচার প্রতিদিন সকাল ৭.০০ মিনিট থেকে রাত ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ দিবসগুলোতে অধিবেশন সম্প্রচার সময়সূচির পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৫২০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।
- ১৯টি ক্যাটাগরিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত মাত্রা নিম্নরূপ:

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২২-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি

বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রমের লক্ষ্য ও অর্জন

ক্রমিক	অনুষ্ঠানের বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা			অর্জিত মাত্রা		
		ঘণ্টা	মিনিট	শতকরা	ঘণ্টা	মিনিট	শতকরা
১	উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান	২২০	- ০০	৩.৪৩%	১০২	- ২১	১.৫৭%
২	শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান	২০০	- ০০	৩.১২%	৯১	- ৪৮	১.৪১%
৩	কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান	২৩৫	- ০০	৩.৬৬%	২১০	- ৫২	৩.২৩%
৪	স্বাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক অনুষ্ঠান	১৯৫	- ০০	৩.০৪%	২৩০	- ৩৫	৩.৫৪%
৫	ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রকৃতি-পরিবেশ ও পর্যটন বিষয়ক অনুষ্ঠান	৮১	- ০০	১.২৬%	৬৭	- ৫৫	১.০৪%
৬	জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান	৬৫০	- ০০	১০.১৩%	৬৫৬	- ২৫	১০.০৭%
৭	ধর্মীয় অনুষ্ঠান	৩০০	- ০০	৪.৬৮%	৩২৪	- ২২	৪.৯৭%
৮	ক্রীড়া অনুষ্ঠান	১৫৫	- ০০	২.৪২%	৪৪	- ০০	০.৬৭%
৯	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১২১০	- ০০	১৮.৮৬%	৯৬৯	- ২২	১৪.৮৭%
১০	মহিলা বিষয়ক অনুষ্ঠান	৪৬	- ০০	০.৭২%	৯৯	- ৫৯	১.৫৩%
১১	শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান	১২৬	- ০০	১.৯৬%	৫২	- ২১	০.৮০%
১২	অন্যান্য অনুষ্ঠান	২৪০	- ০০	৩.৭৪%	৭৮৭	- ১৭	১২.০৭%
১৩	বিশেষ অনুষ্ঠান	২০০	- ০০	৩.১২%	৩১১	- ০৭	৪.৭৭%
১৪	সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান	৯০০	- ০০	১৪.০৩%	৮৬৭	- ৩৮	১৩.৩১%

ক্রমিক	অনুষ্ঠানের বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা			অর্জিত মাত্রা		
		ঘণ্টা	মিনিট	শতকরা	ঘণ্টা	মিনিট	শতকরা
১৫	বিটিভি প্রযোজিত সংবাদ	৮৮২	- ০০	১৩.৭৫%	১১৬৪	- ৪৯	১৭.৮৬%
১৬	সংবাদ ও বার্তা বিষয়ক অনুষ্ঠান	৮৩	- ০০	১.২৯%	৬২	- ৫২	০.৯৬%
১৭	প্যাকেজ অনুষ্ঠান	২০০	- ০০	৩.১২%	১৯৫	- ০৩	২.৯৯%
১৮	দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠান	২৬৪	- ০০	৪.১১%	২১১	- ২৩	৩.২৪%
১৯	মিনি বিজ্ঞাপন	২০০	- ০০	৩.১২%	৬৯	- ৫৮	১.০৭%

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

- বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ টেলিভিশন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন স্পট/ফিলার প্রচার করছে।

- স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জ্বালানি সাশ্রয় ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলার সহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়ে থাকে।

- সমসাময়িক বিষয় ভিত্তিক সরাসরি অনুষ্ঠান 'এই সময়' এবং 'স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা' নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমানে তা অব্যাহত রয়েছে।

- দর্শক চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সোশ্যাল মিডিয়া উইং চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো বিটিভির সোশ্যাল মিডিয়া উইং-এ প্রচার করা হচ্ছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্তা শাখার প্রতিদিনের সংবাদ কাভারেজ সিডিউল 'ই-সিডিউল' প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হচ্ছে।

- মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে 'যেমন দেখেছি তারে' ও 'তুমি আমাদের লোক' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রচার, জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ভাষার মাস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসের উপর ভিত্তি করে মাসব্যাপী প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচার করা হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ নাটোরে বাংলাদেশ টেলিভিশন উপকেন্দ্রে নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন, ৩০শে আগস্ট ২০২২-পিআইডি

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তর (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ১৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৭৫৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে।

ক্রমিক	অনুষ্ঠানের বিষয়	ব্যাপ্তিকাল	
		ঘণ্টা	মিনিট
১	উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বিষয়ক অনুষ্ঠান	৩৭৮	৩৭
২	নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান	১১৮	১৯
৩	শিশু-কিশোর বিষয়ক অনুষ্ঠান	১০৯	৪১
৪	কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান	৮১	৪৭
৫	স্বাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক অনুষ্ঠান	২৪৭	৪৪
৬	শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান	২৭৪	০৯
৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান	৫০	১৫
৮	প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান	৪১	১৮
৯	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক অনুষ্ঠান	৪৪	২২
১০	বিনোদনমূলক (নাটক, সংগীত ও ম্যাগাজিন) অনুষ্ঠান	২০৭৯	৪৯
১১	খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান	১৩৮	৩৮
১২	পর্যটন বিষয়ক	১৩৩	৪২
১৩	তথ্য অধিকার	৫৫	০৫

- **প্রকৌশল শাখা**
- **উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য**

মোট প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও ব্যয়ের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
৪টি	৩০৯.৫২	২৬৩.০৯ ৯৪%	১২টি

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার আজ বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, ২০শে ডিসেম্বর ২০২২-পিআইডি, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার

পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ বেতার দেশের আপামর জনগণকে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা প্রদান, সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণসহ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে যাচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশের জন্য বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী সকল উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়নের সর্বশেষ তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতার। দেশব্যাপী ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬টি সম্প্রচার ইউনিটের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার প্রতিদিন প্রায় ৪৭৭ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
১ম শ্রেণি- ৬৮৬ ২য় শ্রেণি- ১০৭ ৩য় শ্রেণি- ৯৮১ ৪র্থ শ্রেণি- ৪১৯ রাজস্ব খাতভুক্ত নিজস্ব শিল্পী- ২৯৫	১ম শ্রেণি- ৪২০ ২য় শ্রেণি- ২৬ ৩য় শ্রেণি- ৭৬৪ ৪র্থ শ্রেণি- ৩৭২ রাজস্ব খাতভুক্ত নিজস্ব শিল্পী- ১৮২	১ম শ্রেণি- ২৬৬ ২য় শ্রেণি- ৮১ ৩য় শ্রেণি- ২১৭ ৪র্থ শ্রেণি- ৪৭ রাজস্ব খাতভুক্ত নিজস্ব শিল্পী- ১১৩	
২৪৮৮	১৭৬৪	৭২৪	

শূন্য পদের বিন্যাস

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
২৬৬	৮১	২১৭+১১৩=৩৩০	৪৭	৭২৪

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৪৩	-	৪৩	০৯	-	০৯

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৫৭	১৫৭.৩৩	৭৫টি	১৭টি সম্পূর্ণ ও ০২টি আংশিক	৮.৩৮	১৪০টি	১৪৮.৯৫

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
২২	-	০৫	০৪	০৯	১৩

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৫	৫৫৯

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০৫	১৮৫

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৯১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-	৩০০	৩৫০

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

মোট প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
০৪	৪৪.৭৫	৩৩.৯৯ ও ৭৬%	৪৮

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- বাংলাদেশ বেতার থেকে দিন বদলের সনদ, বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান, তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান, ভিশন-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারের দিক-নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ বেতার থেকে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানমালা প্রচার হচ্ছে।

- দেশ গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের আলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানমালা নির্মাণ ও প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অটিজম সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা, নাটিকা, গান, স্পট, স্লোগান ইত্যাদি নিয়মিত প্রচার হচ্ছে।

❖ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ বিকাশে আরো বেশি বেশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

❖ বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান, উন্নয়নবার্তা ও মেগা প্রজেক্টসমূহ বিষয়ে গান, জিঙ্গেল, ম্যাগাজিন, সাক্ষাৎকারসহ বিশেষ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা এবং প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

❖ রাষ্ট্রপ্রতি ও প্রধানমন্ত্রীর সকল অনুষ্ঠান, জাতীয় সংসদের সকল অধিবেশন, জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাসমূহ সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে।

❖ বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন সংগ্রাম ও অবদান সংক্রান্ত যে-কোনো সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বুলেটিনে প্রচার করা হচ্ছে।

❖ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচি নিয়ে সংবাদ নিয়মিত প্রচার করা হয়। পাশাপাশি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে সংবাদে অন্তর্ভুক্ত **করা হয়।**

❖ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পাশাপাশি বৈশ্বিক ঘটনাবলির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়মিত সংবাদে প্রচার।

বেতার প্রকাশনা দপ্তরের দ্বিমাসিক পত্রিকা 'বেতারবাংলা' এর গ্রাহক সেবাসহজীকরণ/সেবা ডিজিটাইজেশন

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার আয়োজিত র‍্যালি

বাংলাদেশ বেতারের মাঠপর্যায়ের ৬১টি দপ্তরের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি

বাংলাদেশ বেতার রাঙামাটি কেন্দ্রে শ্রেণিকক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মতামত রেকর্ডিং

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্রের আয়োজনে জনসংখ্যা , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক উঠান বৈঠক

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্রে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের কার্যক্রম পরিদর্শনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় মূলত ১৯৭৫ সালে। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার কাজ থেমে যায়। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' নামকরণ করা হয়।

ক্রমিক	বিবরণ		অর্জন
১	চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	-	২৩০টি
২	চলচ্চিত্র প্রদর্শনী	-	৯৬টি
৩	এনালগ ফরমেটের চলচ্চিত্র থেকে ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর	-	১১০টি
৪	বিশিষ্ট/চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার/জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টেশন তৈরি	-	৫টি
৫	ফিল্ম আর্কাইভের লাইব্রেরি সমৃদ্ধকরণ (বই, সাময়িকী, পোস্টার, চিত্রনাট্য ও ফটোসেট সংগ্রহ)	-	৫৫০টি
৬	ফিল্ম আর্কাইভিং বিষয়ক সেমিনার	-	১১টি
৭	আর্কাইভিং বিষয়ক লাইব্রেরি সেবা	-	৬২৭ জন
৮	ফিল্ম ও ফিল্ম আর্কাইভিং সংক্রান্ত গবেষণা	-	১০টি
৯	ফিল্ম ও ফিল্ম আর্কাইভিং সংক্রান্ত প্রকাশনা (জার্নাল ও গ্রন্থ প্রকাশ)	-	৬টি
১০	নিউজ ক্লিপিং সংগ্রহ	-	১২০৭টি
১১	ফিল্ম চেকিং ও ক্লিনিং	-	৯৮৮টি
১২	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ আয়োজন	-	১৯টি
১৩	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভা আয়োজন	-	২টি
১৪	শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ে অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন	-	২টি
১৫	অংশীজনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা আয়োজন	-	২টি

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভাড়া বাড়িতে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর নিজস্ব কোনো দাপ্তরিক ভবন ছিল না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে ঢাকার আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় প্রায় ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ফিল্ম আর্কাইভ ভবন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২০১৮ সালের ১লা নভেম্বর বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ১৯৮০ সালে International Federation of Film Archives (FIAF) এবং ২০১৯ সালে International Association of Sound and Audio-visual Archives (IASA)-এর সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশের ফিল্ম আর্কাইভ বর্তমানে আন্তর্জাতিক এ দুটি সংস্থার সদস্য।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশি-বিদেশি দুষ্প্রাপ্য ও ধ্রুপদী চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সামগ্রী সংগ্রহ এবং পদ্ধতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সংগৃহীত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান, চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের বিকাশ ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রস্তুতি বিষয়ের ওপর সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন এবং চলচ্চিত্র সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, বুলেটিন, ক্যাটালগ, সিনোপসিস, সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনি ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে সুস্থ ও বিনোদনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণে অবদান রাখা বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ : প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ দেশি এবং বিদেশি চলচ্চিত্র সংগ্রহ করে আসছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম ভল্টে এ পর্যন্ত ১০,৪২১টি দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্রের প্রিন্ট ও নেগেটিভ। এগুলো জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অমূল্য দলিল। সংগৃহীত চলচ্চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশে নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে : মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬), আসিয়া (১৯৬০), নদী ও নারী, পালঙ্ক, তিতাস একটি নদীর নাম, জীবন থেকে নেয়া, স্টপ জেনোসাইড, এ স্টেট ইজ বর্ন, ওরা এগারো জন, আলোর মিছিল, হাঙর নদী গ্রেনেড, সুজন সখী, আগুনের পরশমনি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অভিনীত চলচ্চিত্র ধ্রুব; ভারতের চলচ্চিত্রের মধ্যে দেবদাস (১৯৩৫), পথের পাঁচালী, অপুর সংসার; রাশিয়ার ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, মাদার, অক্টোবর; বুলগেরিয়ার ব্যাক এঞ্জেলস; জাপানের রাশোমন; হাঙ্গেরির গোল্ডেন কাইট; চিনের টুংজুন জুঁই; ফ্রান্সের ওয়েজেস অব ফিয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম ভল্টে এ যাবৎ সংরক্ষিত চলচ্চিত্রের তালিকা নিম্নরূপ

ক্রমিক	বিবরণ	মোট সংগ্রহ
১	পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (বাংলাদেশি ভারতীয়, চায়নিজ ও অন্যান্য)	১৮৫০+১১৯৯+২১৫+৯৯৪=৪২৫৮
২	স্বল্পদৈর্ঘ্য	৭০৩
৩	সংবাদচিত্র	১৭১৯
৪	প্রামাণ্যচিত্র/তথ্যচিত্র	৩৭৪১
বিভিন্ন ফরমেটে চলচ্চিত্র সংরক্ষিত রয়েছে: (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		১০,৪২১টি

লাইব্রেরি সংগ্রহ : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের লাইব্রেরিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৮৫ হাজার চলচ্চিত্র বিষয়ক বই, চলচ্চিত্রের পোস্টার, স্যুটিং স্ক্রিপ্ট, জার্নাল, সাময়িকী, নিউজ ক্লিপিং ইত্যাদি সংগ্রহ রয়েছে।

চিত্র : ফিল্ম ভল্টে সংরক্ষিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র

লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত দ্রব্যাদির তালিকা

ক্রমিক	বিবরণ	মোট সংগ্রহ
১	চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ	৬৭৭৮
২	স্থিরচিত্র	২০৫২০
৩	ফটোসেট	২৯১২
৪	পোস্টার	৭১৭১
৫	শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট	২৮১৩
৬	গানের বই	২৮৭
৭	ফিল্মের কাহিনি সংক্ষেপ	১৩৬৫
৮	চলচ্চিত্র উৎসব সংক্রান্ত দ্রব্যাদি	৮৮৫
৯	ফিল্ম নিউজ ক্লিপিং	২৮৬১৭
১০	সাময়িকী	১২৬৮৩
১১	বিবিধ ডকুমেন্ট	১৪১৫
	সর্বমোট সংগ্রহ (জুন ২০২৩)	**৮৫,৪৪৬টি**

চিত্র: বিশেষায়িত লাইব্রেরির বিভিন্ন সংগ্রহ

ফিল্ম চেকিং ও পরিষ্কারকরণ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য ও ধ্রুপদী চলচ্চিত্রসহ সকল চলচ্চিত্র নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সংগৃহীত কোনো চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্র সামগ্রী যদি সংরক্ষণ উপযোগিতা হারায় বা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে সেগুলো পুনঃমুদ্রণ অথবা ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষিত ছায়াছবিগুলো প্রতি বছর প্রায় ২৫০-৩০০টি পরীক্ষা ও পরিষ্কার করা হয়।

চিত্র: ফিল্ম হসপিটালে কর্মরত বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম চেকার

চলচ্চিত্র প্রদর্শন : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রজেকশন হলে প্রতি সপ্তাহে ১টি করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ কর্মসূচির অধীনে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর প্রায় ৭০-৮০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত মোট ১২৮টি গবেষণাকর্ম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরো ১০টি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

প্রকাশনা

জার্নাল: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে নিয়মিতভাবে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল' প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে এটির ১৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক ৭৯টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

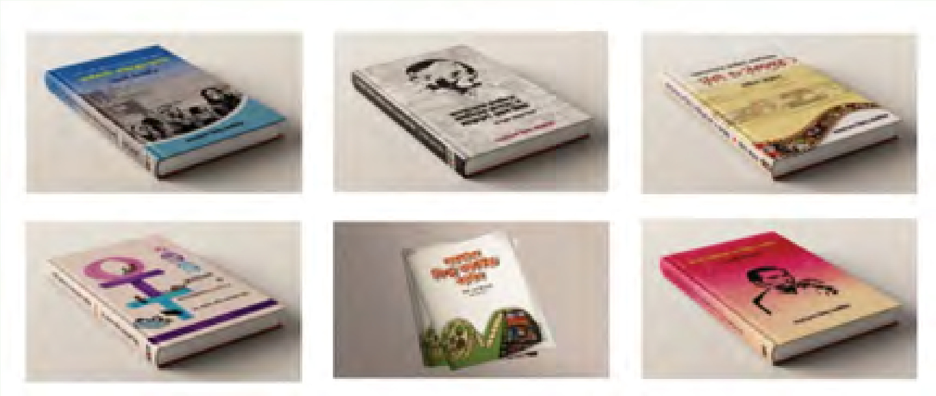

চিত্র: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত বই ও জার্নাল

প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও কারিগরি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ফিল্ম আর্কাইভসমূহের আর্ন্তজাতিক সংগঠন International Federation of Film Archives-FIAF-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে থাকে ।

সেমিনার/সিম্পোজিয়াম: চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ১২টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছে।

সংরক্ষিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সংরক্ষণে থাকা অনেক চলচ্চিত্রের স্থায়িত্বকাল শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯০৭টি চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চিত্র: (১) চিত্র: FIAF ইন্টার্নশিপ ফেলোশিপের আওতায় থাই ফিল্ম আর্কাইভে প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে (২০২২) (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩

চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরি: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরি করে আসছে। এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৫৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র: মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিলাদি সংগ্রহে চ্যালেঞ্জ ও সংরক্ষণ বিষয়ক সেমিনারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন, ২৩শে জানুয়ারি ২০২৩

ফিল্ম মিউজিয়াম : বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত নানা ধরনের ক্যামেরা (টু-সি ক্যামেরা, থ্রি-সি ক্যামেরা, ফোর-সি ক্যামেরা, চাইনিজ ক্যামেরা, বি এল ক্যামেরা), বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত প্রজেক্টর মেশিন (৮ মি.মি., ১৬ মি.মি. ও ৩৫ মি.মি.), বিভিন্ন ধরনের এডিটিং মেশিন, ফিল্ম জয়েনার, সিংক্রোনাইজার, পোস্টার, ফটোসেট, ফটো-অ্যালবাম, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার রেপ্লিকা, বাচসাস পুরস্কার রেপ্লিকা, ফিল্ম ব্লক, শ্যুটিংয়ের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদি, কস্টিউম, শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট, ৭০ মি.মি. ফিল্ম ইত্যাদি এ মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে।

চিত্র: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টেশনের আওতায় বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী আবিদা সুলতানার ডকুমেন্টেশন (২) বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টেশনের আওতায় বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক কাজী হায়াৎ-এর ডকুমেন্টেশন।

চলমান প্রকল্প

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনে স্থাপিত ফিল্ম মিউজিয়ামের একাংশ

চিত্র: (১) চলচ্চিত্র পরিচালক আলী জুলফিকার জাহেদী কাগজ চলচ্চিত্রের মাটি দিয়ে তৈরি পোস্টার ও চলচ্চিত্রটির কপি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মিউজিয়ামে প্রদান করেন এবং (২) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক নারগিস আক্তার তাঁর বিভিন্ন কর্মের ওপর নির্মিত ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা প্রায় ১৫০টি ফুটেজের বেটাক্যাম, ইউমেটিক ফরমেটে ক্যাসেট, ৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট, ফটোসেট, অ্যালবাম, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে প্রাপ্ত ৩০টি পুরস্কার, চলচ্চিত্র সংশিষ্ট সামগ্রী ও বিভিন্ন সম্মাননা বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের জন্য প্রদান করেন।

দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প:

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম ও জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ধারণ ও লালন করার লক্ষ্যে প্রায় ৬২ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত 'দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি' (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪) শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অডিও ভিজ্যুয়াল ফুটেজ, দলিলাদি সংগ্রহ এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(1) দেশের ৪০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকারভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান Barnamala Communication Limited-এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৩টি জেলার ১২০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

(2) Films Division, Ministry of Information & Broadcasting, India থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত ১৪টি (১২:৩১ ঘণ্টা ব্যাপ্তি) অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল ক্রয় করা হয়েছে।

(3) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি-এর নেতৃত্বে ১২-২০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ৩ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেন। ১৫ই এপ্রিল ২০২৩ যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম ফুটেজ সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠান 'ব্রিটিশ পাথে'-এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ই এপ্রিল ২০২৩ নেদারল্যান্ডসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'রেড অরেঞ্জ'-এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়।

FIAF কংগ্রেসে যোগদান

প্রতিবছর অনুষ্ঠিত FIAF Congress-এ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে থাকেন। ২০২২ সালে হাঙ্গেরি ও ২০২৩ সালে মেক্সিকোতে FIAF কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি আর্কাইভ

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি আর্কাইভ (Bangabandhu Memorial Archive) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের আরেকটি চমৎকার সংযোজন। এটি আর্কাইভের চলমান প্রকল্প 'দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ সংগ্রহ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি' র আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ স্মৃতি আর্কাইভে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের ডিজিটাল বিশ্লেষণ, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশের ডিসপ্লে আছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি আর্কাইভে ।

চিত্র: (১) সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল এবং ব্রিটিশ পাথে এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালিস্টার হোয়াইট (১৫ই এপ্রিল ২০২৩) এবং (২) সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল এবং রেড অরেঞ্জ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনসের রুটগার জন শোয়েন, ১৭ই এপ্রিল ২০২৩

চিত্র: (১) ১৬-২১শে এপ্রিল ২০২৩ মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত International Federation of Film Archives (FIAF)-Congress-এর জেনারেল এসেম্বলিতে বক্তব্য প্রদান করছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, ২০শে এপ্রিল ২০২৩ এবং (২) ১৬-২১শে এপ্রিল ২০২৩ মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত International Federation of Film Archives (FIAF)-Congress এ ফিয়াফের প্রেসিডেন্ট ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন, পরিচালক ফারহানা রহমান ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী স্মিতা বড়ুয়া, ১৯শে এপ্রিল ২০২৩

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র‌্যালি, ১৭ই মে ২০২৩

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কামরুন নাহার, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী, ১৭ই মে ২০২৩

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী শিশুরা অঙ্কনে ব্যস্ত, ১৭ই মার্চ ২০২৩

চিত্র: অমর একুশে বইমেলায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের স্টল, ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৩

চিত্র: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণের সূচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল ও অন্যান্যরা।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮-এর মাধ্যমে এদেশে চলচ্চিত্র সেন্সরের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ১৯৫২ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর্স' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড নামকরণটি করা হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে।

বিনোদনের পাশাপাশি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতির বিকাশ এবং উন্নত জাতি গঠন ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সারা বিশ্বে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সমাদৃত। চলচ্চিত্র মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। সুস্থ চলচ্চিত্র যেমন জীবনের কথা বলে, মানুষকে জীবনমুখী হতে শেখায়, তেমনি অসুস্থ চলচ্চিত্রের প্রভাব মানুষ ও সমাজকে বিপথগামী করতে পারে। তাই চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে যারা সংযুক্ত তাদের বিশেষ দায়বদ্ধতা আছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সেই দায়বদ্ধতা থেকে চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে চলচ্চিত্র পরীক্ষণের জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিজ্ঞ সেন্সর বোর্ড রয়েছে। বোর্ড বিদ্যমান সেন্সর আইন, বিধিমালা ও কোড অনুসরণে সেন্সর কার্য সম্পাদন করে থাকে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের আপিল কমিটির সভাপতি ও ক্যাবিনেট সচিব মো. মাহবুব হোসেনকে আপিল কমিটির সভায় স্বাগত জানাচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবির খোন্দকার, ২১শে জানুয়ারি ২০২৩

কার্যক্রম

ক. সনদপত্র জারি

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৫টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৫৩টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সেন্সর করা হয়েছে। সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ৯০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১২টি

স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৫টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৫৩টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলারের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।

- সেন্সর সাপেক্ষে রেইনবো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ২৩২টি চলচ্চিত্রের সেন্সর সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) আইন ২০১১ অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩টি ফিল্ম ক্লাবের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

খ. পরিদর্শন/অশ্লীলতা বিরোধী কার্যক্রম

বর্তমানে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন ও বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শনে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে আইন ও বিধি লংঘনকারী চলচ্চিত্রগুলোর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ণিত সময়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নরসিংদী, বি-বাড়ীয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, পাবনা, নাটোর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী জেলার মোট ১৭৮টি সিনেমা হল পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে ৫২টি সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশগুলোর মধ্যে ৩৮টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ. রাজস্ব আয়

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর-ব্যতীত রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ = ৩৪,৩৫,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঙ. ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- ❖ বর্ণিত সময়ে এ দপ্তরের সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার চালু করা হয়েছে।
- ❖ ৯০% নথি ই-ফাইলিং ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- ❖ ওয়েব পোর্টালকে ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের আওতায় আনা হয়েছে।
- ❖ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটারভিত্তিক জ্ঞান ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ বোর্ডের Citizen’s Charter এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এ দপ্তরের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd তে নিয়মিত সন্নিবেশিত করা হচ্ছে ।
- ❖ সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রের তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডাটাবেজ তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। লাইভে আনার কাজ চলমান রয়েছে।

চ. সরকারি সেবা সহজীকরণ

বর্ণিত সময়ে এ দপ্তরে একটি সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে। সেবাটির নাম হচ্ছে : 'সার্টিফিকেট প্রদত্ত চলচ্চিত্রে কোনো পরিবর্তন সাধনের পর নতুন সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য আবেদন'।

ছ. জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১

বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১ প্রদান উপলক্ষে গঠিত জুরি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে।

'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলছে

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কামরুন নাহার

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে গঠিত জুরি বোর্ডের সভা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (সাবেক জাতীয় সম্প্রচার একাডেমি) প্রতিষ্ঠানটি ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (UNESCO) এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU)-এর সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্পরূপে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর এবং ইলেক্ট্রনিক এবং গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। একবিংশ শতাব্দীর এবং ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন এবং যোগাযোগকে আরো গতিশীল ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য।

এ ইনস্টিটিউটে সরকারি-বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিষয়সমূহ, চলচ্চিত্র, রিপোর্টিং এবং তথ্য ও উন্নয়ন যোগাযোগের ওপর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালিত হয়। তথ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য বাধ্যতামূলক বিভাগীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন এখানে করা হয়। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য অধিদফতর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত সম্প্রচার ও যোগাযোগ কর্মকর্তাদের জন্য বার্তা, অনুষ্ঠান ও কারিগরি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি যারা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত হতে আগ্রহী, তাঁরা এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।

'Road Safetz Reporting' শীর্ষক সেমিনারে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের কর্মসম্পাদনের চিত্র (২০২২-২৩)

- ২৫.০৬.২০২৩ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাথে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।
- সর্বমোট ১৫টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ২০৫ জন পুরুষ ও ৯৩ জন নারী।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ আয়োজন ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে Platform for Dialouge (P4D) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুশাসনের জন্য কৌশলগত যোগাযোগ বিষয়ে দুই দিনব্যাপী ১০টি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। সরকারের সুশাসনের ৫টি কৌশলপত্র (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি) বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মী/ সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ-এর যৌথ অর্থায়নে 'শিশু কিশোর কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিশু সাংবাদিক, যুব সাংবাদিক, নারী সাংবাদিক, ফ্রিল্যান্সার ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কর্মীদের জন্য ১১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- এক বছর মেয়াদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ব্রডকাস্ট জার্নালিজম (পিজিডিবিজে) কোর্সের মাধ্যমে বেতার ও টেলিভিশনের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সহ যোগাযোগ কৌশল, গণমাধ্যম ও সম্প্রচার বিষয়ে পাঠদান করা হয়। ৬ষ্ঠ ব্যাচের শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং ইন্টার্নশিপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ১০টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই দপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের মোট ২৭৫ জনকে ৬০ ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২৪টি কর্মশালা ও ৮টি সেমিনারের মাধ্যমে ৮৮৪ জন পুরুষ ও ৩২১ জন নারীসহ মোট ১২০৫ জনকে সামসাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার মাধ্যমে Role of Media in Reducing Social Degradation শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল ৫ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিসিএস তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য ১টি এবং নন ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ১টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব/নাট্যকলা/থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৪টি টেলিভিশন নাটক প্রযোজনা পাঠ্যধারা সম্পাদিত হয়েছে।
- ১২ তলাবিশিষ্ট একটি ডরমিটরি ভবন এবং বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য একটি আলাদা ১০ তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়েছে।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন, জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে ২৪৬০.২২ লক্ষ টাকার 'জাতীয়

গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্প প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে গত ২৫শে জুন গাছের চারা রোপণ করে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন গ্রেডের ১২ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন গ্রেডের ৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১-এর আলোকে বিভিন্ন গ্রেড অনুযায়ী জনাব আব্দুস সালাম (প্রোগ্রামার) ও জনাব মো. মাসুদ মনোয়ার ভূঞা (উপপরিচালক, ক্যামেরা ও আলোকসম্পাত প্রশিক্ষণ), জনাব মোহাম্মদ আকরাম হোসেন খান (স্টোর অফিসার) এবং জনাব আবুল হোসেন (মালী) কে ২০২৩-এর জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

‘Road Safetz Reporting’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি।

২৫.০৬.২০২৩ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাথে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ফায়জুল হক 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

'Validation of Strategic Communications Plan' শীর্ষক কর্মশালায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহমেদ, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ফায়জুল হক এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব আয়েশা আকতার উপস্থিত ছিলেন।

'Fake News' শীর্ষক কর্মশালায় এটিএন বাংলার নির্বাহী সম্পাদক এবং সাংবাদিক জ. ই মামুন, সাংবাদিক শাহানাজ মুন্নি এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ফায়জুল হক উপস্থিত ছিলেন।

মুজিব কর্ণারে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে এ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাপা প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত NIMC Media Award 2023 অনুষ্ঠানে মিডিয়া কর্মীদের মাঝে সনদপত্র ও ক্রেস্ট বিতরণ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত NIMC Media Award 2023 অনুষ্ঠানে মিডিয়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি পিআইবি'র জন্য ৬৩ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করে। ১৯৯৫ সালে ৬৩ জনবলের অতিরিক্ত ৮৩টি পদ সৃজনসহ সর্বমোট ১৪৬ পদ সংবলতি সাংগঠনিক কাঠামো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে। ২০০২ সালে উক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নবসৃষ্ট ৮৩ পদের মধ্যে শূন্য থাকা ১৫টি পদ বাতিল করে কর্মরত ৬৮টি পদের মধ্যে ২৭টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং অবশিষ্ট ৪১টি পদ অতিরিক্ত ঘোষণা করে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদত্যাগ/অপসারণ/মৃত্যুবরণ ইত্যাদি কারণে পদ শূন্য হলে শূন্য পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবলুপ্ত হওয়ার শর্তে বেতন ভাতাদি বহাল রাখে। অতিরিক্ত ৪১টি পদ থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় অবসরে/স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ায় পরবর্তীতে নতুন করে ১১টি পদ জনবল কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে ১২৮ জনবল বিশিষ্ট করা হয়।

পিআইবি'র কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
পিআইবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০২ (দুই) দিন ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২	২২ জন
পিআইবি'র ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ২৯.০৯.২০২২	৩৮ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পিআইবির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা	০১ (এক) দিন ১৬.১০.২০২২	১৭ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তাদের জন্য ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (AI) বিষয়ে কর্মশালা	০১ (এক) দিন ১৩.১২.২০২২	২২ জন
পিআইবি'র ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ১৫.০৬.২০২৩	২৪ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ২৬.১২.২০২২	২৬ জন
iBAS++ Autonomous Body শীর্ষক সাব-মডিউলের মাধ্যমে পাবলিক লেজার (পিএল) অ্যাকাউন্টস সৃজন সংক্রান্ত কর্মশালা	০১ (এক) দিন ১৬.০২.২০২৩	১২ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তাদের জন্য শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ২৯.০৩.২০২৩	২৪ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার সূচক ১,৪,২-এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় Internet of Things (IoT) বিষয়ে কর্মশালা	০১ (এক) দিন ১৮ মে ২০২৩	১৫ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য GRS ও GRS Software বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ২৪ মে ২০২৩	১৮ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ২৯ মে ২০২৩	১৬ জন
পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ৩১ মে ২০২৩	১৮ জন
পিআইবি'র ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য ক্রয় পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০১ (এক) দিন ০৫ জুন ২০২৩	২৬ জন
iBAS++ Autonomous Body শীর্ষক সাব-মডিউলের মাধ্যমে পাবলিক লেজার (পিএল) একাউন্টস সৃজন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৩ (তিন) দিন ২৯-৩১ মে ২০২৩	০৭ জন

অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ শাখা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুসন্ধান বিষয়ক সাংবাদিকতা ১৫টি, মোবাইল সাংবাদিকতা ১৫টি এবং ফ্যাক্টচেক বিষয়ক ০৮টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সংবাদ সম্পাদনা বিষয়ে কর্মশালা ৪টি, ক্রীড়া বিষয়ক ১টি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে ১টি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ক ১টি, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের কর্মশালা ২টি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনের অবহিতকরণ কর্মশালা ২টি, গণমাধ্যমে জেন্ডার ভিত্তিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল উপস্থাপন কর্মশালা ১টি, অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে ১টি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ১টি এবং নারীপাতা বিষয়ক কর্মশালা ১টি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও পিআইবি শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনারের আয়োজন করেছে। ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ এক থেকে তিন দিনব্যাপী চলমান থাকে।

iBAS++ Autonomous Body শীর্ষক সাব-মডিউলের মাধ্যমে পাবলিক লেজার (পিএল) একাউন্টস সৃজন সংক্রান্ত কর্মশালা

অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দেশে ও দেশের বাইরে কর্মরত সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মী ও শিক্ষার্থীদের জন্য পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে পিআইবি ২০২১ সালে নিজস্ব ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম (www.pibelearning.gov.bd) তৈরি করেছে। প্রাথমিকভাবে চারটি কোর্স নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এরপর প্ল্যাটফর্মটিতে যুক্ত হয় নতুন আরো চারটি কোর্স। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে 'ফ্যাক্টচেক' বিষয়ে নতুন আরেকটি কোর্স চালু করা হয়। এই ৯টি কোর্সে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের বাংলাভাষী সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধ করে মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমে কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। চলতি অর্থবছরে উক্ত ৯টি কোর্সে মোট ৬০৪ জন শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছেন। দেশের সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে পিআইবির এই নিজস্ব ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। সহজে, কম সময়ে, স্বল্প খরচে একসাথে অসংখ্য মানুষের কাছে সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পৌঁছে দিতে পিআইবি'র এ উদ্যোগ। জনগণের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ সেবা পৌঁছে

দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরিতে শামিল হতে পিআইবি এসব কাজ করছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ বা শিক্ষার্থীরা (www.pibelearning.gov.bd) ওয়েব ঠিকানায় এ সম্পর্কিত তথ্যাদি জানতে পারবেন।

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ

ক্রমিক	গবেষণাকর্ম ও তথ্য সংরক্ষণ
১.	সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান
২.	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: সপ্তম খণ্ড: সত্তরের দশক : প্রথম পর্ব: ১৯৭০
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন (প্রথম খণ্ড)
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন (দ্বিতীয় খণ্ড)
৫.	ঘটনাপঞ্জি ২০২২: বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

নিউজ ক্লিপিং
১৬৫টি শিরোনামে ক্লিপিং-এর হার্ড কপি যথারীতি সংরক্ষিত হয়েছে। জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কলাম ফিচার-এর ক্লিপিংস সংরক্ষণ করা হয়।
গ্রন্থাগার
পিআইবি গ্রন্থাগারের জন্য ১৪২টি বই ক্রয় করা হয়েছে এবং ৩০টি বই সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাওয়া গেছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ১৩,৭১৯টি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রন্থাগারে ২৪টি দৈনিক পত্রিকা বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই অর্থবছরে ১,৭৯১ জন পাঠককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন বিবরণ	
১	গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষা	২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪ ও ২৪৫তম সংখ্যা প্রকাশিত (প্রচ্ছদের ছবি সংযুক্ত)	
২	গ্রন্থ	১	সংস্কৃতি সাংবাদিকতার স্বরূপ (পুনর্মুদ্রণ)
		২	সাংবাদিকের স্মৃতিভাষ্যে বঙ্গবন্ধু
		৩	সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে বঙ্গবন্ধু
		৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন (প্রথম খণ্ড)
		৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন (দ্বিতীয় খণ্ড)
		৬	দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি: ছয়দফা আন্দোলন
		৭	ঘটনাপঞ্জি- ২০২২
		৮	সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান
		৯	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: জুলিও কুরি ও এশীয় শান্তি সম্মেলন
		১০	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু (৭ম খণ্ড)।
৩	ফিচার	১	এসডিজি ও উন্নয়নমূলক ফিচার ৪০টি প্রকাশিত।

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন বিবরণ		
৪	বার্ষিক প্রতিবেদন	১	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত।	
৫	বুকলেট	১	পিআইবি'র প্রকাশনা বিষয়ক বুকলেট মুদ্রিত। (ছবি সংযুক্ত)	
৬	অনুষ্ঠান	১	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখে 'সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে বঙ্গবন্ধু' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন।	
		২	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ১১ জুন ২০২৩ তারিখে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: জুলিও কুরি ও এশীয় শান্তি সম্মেলন' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন।	
৭	পুরস্কার	১	পিআইবি-ইএলজি মিডিয়া ফেলোশিপের সনদ বিতরণ সম্পন্ন।	
৮	গ্রন্থমেলা	১	অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে। (ছবি সংযুক্ত)	
		২	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে আয়োজিত বই মেলায়-	
			ক.	১৮-২৫ নভেম্বর ২০২২ কুমিল্লায় অংশগ্রহণ
			খ.	১১-১৭ ডিসেম্বর ২০২২ নারায়ণগঞ্জে অংশগ্রহণ
			গ.	১৭-২৪ ডিসেম্বর ২০২২ ময়মনসিংহে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

খাগড়াছড়ি জেলার সাংবাদিকদের ফ্যাক্টচেক বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) চ.দা. মো. জাকির হোসেন

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)'র সদস্যদের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ করছেন অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. শাহেনুর মিয়া ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ-এর সদস্যদের নিয়ে মোবাইল সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার

ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিল (ডিএসইসি)-এর সদস্যদের সংবাদ সম্পাদনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ করছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

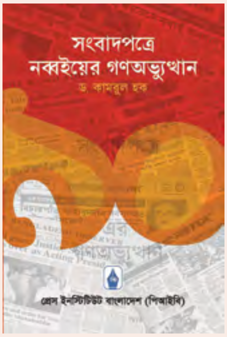
সংবাদপত্রে
নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান
ড. কামরুল হক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

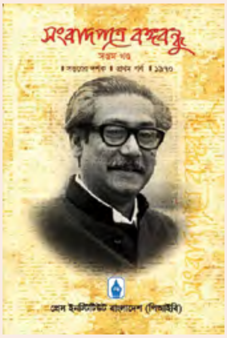
সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

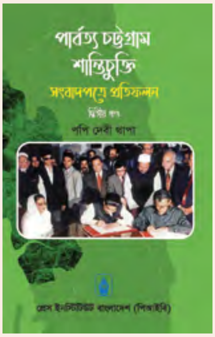
পার্বত্য চট্টগ্রাম
শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
দ্বিতীয় খণ্ড
পপি দেবী থাপা
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

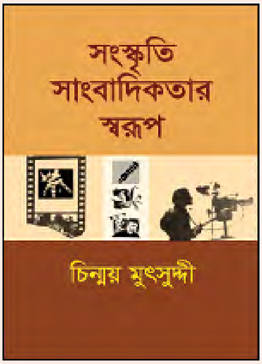
সংস্কৃতি
সাংবাদিকতার
স্বরূপ
চিন্ময় মুৎসুদ্দী

সাংবাদিকের স্মৃতিভাষ্যে
বঙ্গবন্ধু
সংকলন: মুহাম্মদ ফরিদ হাসান
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে
বিজ্ঞাপনে
বঙ্গবন্ধু
পপি দেবী থাপা
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পার্বত্য চট্টগ্রাম
শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
প্রথম খণ্ড
পপি দেবী থাপা
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পার্বত্য চট্টগ্রাম
শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
প্রথম খণ্ড
পপি দেবী থাপা
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পার্বত্য চট্টগ্রাম
শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
দ্বিতীয় খণ্ড
পপি দেবী থাপা
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি
ছয়দফা আন্দোলন
কামরুন নাহার
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ঘটনাপঞ্জি
২০২২
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ঘটনাপঞ্জি
২০২২
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

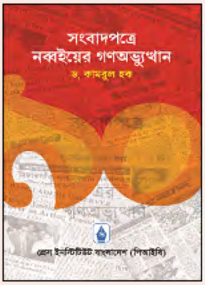
সংবাদপত্রে
নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান
ড. কামরুল হক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সাংবাদিকের স্মৃতিভাষ্যে
বঙ্গবন্ধু
সংকলন: মুহাম্মদ ফরিদ হাসান
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে
বঙ্গবন্ধু
জুলিও কুরি
ও এশীয় শান্তি সম্মেলন
পপি দেবী থাপা
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পিআইবি
প্রকাশনা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ৩০শে মার্চ ২০২৩ তারিখে 'সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে বঙ্গবন্ধু' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ১১ই জুন ২০২৩ তারিখে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: জুলিও কুরি ও এশীয় শান্তি সম্মেলন' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)'র ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমের শিক্ষার্থীদের পেশাদারিত্বের মান্নোয়নে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২০১৩ সালের ২৩ নং আইন হিসেবে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩' পাস হয় এবং ২০১৩ সালের ১লা নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়। পরবর্তীকালে ২০১৯ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট সংশোধন আইন ২০১৯ পাস হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রবিধানমালা সংক্রান্ত গেজেট ১৮ই মে ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠদান কার্যক্রম

গভর্নিং বডি

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট ২ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর গভর্নিং বডি ৩১শে মে ২০২২ পুনর্গঠিত হয়।

আউটডোর প্রশিক্ষণ

এপিএ কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পরিচালিত কোর্সসমূহে মোট ৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫টি ডিপ্লোমা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ক মোট ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এক নজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ নির্মাতা ও কলাকুশলী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা প্রদান করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন বিষয়ে আয়োজিত নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে মোট ৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ক্রমিক	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	৬ষ্ঠ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অভিনয় কোর্স	২২
২	২য় বেসিক সিনেমা ক্যামেরা অপারেশন অ্যান্ড লাইটিং টেকনিক কোর্স	১৩
৩	৫ম চিত্রনাট্য লিখন প্রশিক্ষণ কোর্স	৯
৪	চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স	২৭

আয়োজিত সেমিনার

সেমিনার/ওয়ার্কশপ

বিসিটিআই ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ক মোট ৮টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করেছে। ৩২৩ জন অংশগ্রহণকারী এতে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	তারিখ	অংশগ্রহণকারী
১	গদারের চলচ্চিত্র: দ্বন্দ্বমুখর মানব অস্তিত্ব	২৬শে অক্টোবর ২০২২	৪০
২	বিসিটিআই : আমাদের স্বপ্নযাত্রা	২রা নভেম্বর ২০২২	৪৩
৩	বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা ও পাঠ্যপুস্তক	১৮ই মে ২০২৩	৪৩
৪	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সমকালে চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ/ চ্যালেঞ্জ	২৪শে মে ২০২৩	৩৬

৫	বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩১শে মে ২০২৩	৪৬
৬	সিনেমায় আপন ভাষার সন্ধানে	৭ই জুন ২০২৩	৩৮
৭	জহির রায়হান-এর খোঁজ পাওয়া গেছে	১৭ই জুন ২০২৩	৪৮
৮	ঋতিক মানসে দেশভাগ : কোমল গান্ধার ও সুবর্ণরেখা	২১শে জুন ২০২৩	২৯

ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫টি ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ করেছে।

ক্রমিক	প্রোডাকশনের নাম	ব্যাপ্তি
১	পদ্মা পাড়ের জীবন	৮.৩১ মিনিট
২	মিউজিক ভিডিও: সোনার ময়না পাখি	৪.৫৫ মিনিটি
৩	এখনো দুই	৬.৩১ মিনিট
৪	আগুনের গ্রহণ	১১ মিনিট
৫	বন্দক	৮.৫৩ মিনিট

স্থায়ী ক্যাম্পাস

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস, সুবিধাদি সৃজন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কল্যাণপুরস্থ বাংলাদেশ বেতারের নিম্ন শক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে প্রাপ্ত ৭.১২ একর জমিতে বিসিটিআই ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)-এর আধুনিক অবকাঠামো ও সুবিধা সংবলিত ক্যাম্পাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩২তম গভর্নিং বডির সভা

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

বিষয়	গৃহীত পদক্ষেপের বর্ণনা
১. জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস পালন	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বিল উপস্থাপন করার ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে সরকার ২০১২ সাল থেকে ৩রা এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ঘোষণা করে। সেই থেকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং জাকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে দিবসটি যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু' বায়োগ্রাফিক্যাল ফিচার ফিল্ম নির্মাণ	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় 'মুজিব-একটি জাতির রূপকার' শীর্ষক বায়োপিক চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফাইনাল রাফ কাট অনুমোদন দেওয়ায় চলচ্চিত্রটি দেশব্যাপী মুক্তির লক্ষ্যে সেন্সর সনদপত্র পাওয়া গেছে। চলচ্চিত্রটি দেশব্যাপী মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। উক্ত চলচ্চিত্রের পরিচালক প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী শ্যাম বেনেগাল।
৩. ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের নির্দেশিকা প্রবর্তন ও সেবার হার পুনঃনির্ধারণ	বিএফডিসিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের নির্দেশিকা চালু রয়েছে। পুনঃনির্ধারিত সেবার হার অনুযায়ী প্রযোজকদেরকে সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে চলচ্চিত্র নির্মাণে কুশলী/কর্মচারীদের অধিকার ভাতা প্রযোজকগণকে প্রদান করতে হয় না। সেবার হার পুনঃনির্ধারণের প্রক্রিয়া চলছে।
৪. চলচ্চিত্র নির্মাণ	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিএফডিসিকে প্রদত্ত অনুদানের চলচ্চিত্র 'চাদর'-এর প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।
৫. দেশীয় চলচ্চিত্র বিকাশে চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদান প্রদান	২৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং ৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হয়েছে।
৬. ছায়াছবি তালিকাভুক্তি ও বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণের সংখ্যা	বিএফডিসিভুক্ত ৩০টি ছবির মধ্যে ২৯টি ও বিএফডিসি বহির্ভূত ৭৭টি ছবি ছাড়পত্র নিয়েছে। এছাড়া ২টি বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মিত হয়েছে।
৭. চলচ্চিত্রে পাইরেসি নিয়ন্ত্রণ	অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন ও পাইরেসি নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্সে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে চলচ্চিত্রে পাইরেসি অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

বিষয়	গৃহীত পদক্ষেপের বর্ণনা
৮. ‘বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রকল্প	চলচ্চিত্র নির্মাণে আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাদির কথা বিবেচনায় রেখে ‘বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩টি বেজমেন্টসহ ১৫ তলাবিশিষ্ট এই ভবনের মোট আয়তন প্রায় ৪,৯৭,৮০০ স্কয়ার ফিট। অত্যাধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সংবলিত ৫টি স্যুটিং ফ্লোর, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের থাকার আধুনিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফুড কোর্ট, ৫টি স্ক্রিনসহ ২টি সিনেপ্লেক্স, সুইমিং পুল, জিম, মাল্টিপারপাস হল/বলরুম, প্লে গ্রাউন্ড, অটিজম কর্নারসহ আধুনিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ভবন নির্মাণ কাজ চলমান।
৯. অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৬০ জন ঘণ্টা, এপিএ ও শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নকল্পে এফডিসির ২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩রা এপ্রিল ‘জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপনের ছবি

‘বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রকল্প

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের মধ্যে এ আইনের চর্চা বৃদ্ধি করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। এ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনগণের দোরগোড়ায় এই আইনকে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল বিভাগ, জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জন অবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নে তদারকি ও নিশ্চয়তার জন্য উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কমিটি করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটুআই-এর সহযোগিতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করছে।

অভিযোগ শুনানি ও নিষ্পত্তি

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৮ (১) অনুযায়ী নাগরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে পারে। ২০২২ সালে সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৮,৩৭৭টি, যার মধ্যে ১৭,৭৭৭টি আবেদনের চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে, যা মোট আবেদনের ৯৬.৭৩%।

কোনো কর্তৃপক্ষ অভিযোগ না নিলে, অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সময় বেশি নিলে, নিষ্পত্তিকারী কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায়। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১৩ ও ২৫-এর আওতায় অভিযোগের শুনানি গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে থাকে। যে সকল অভিযোগে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সেগুলোর বিষয়ে অভিযোগকারীকে কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। ২০২২ সালে তথ্য কমিশনে ৩৬০টি অভিযোগ শুনানি পূর্বক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানি অন্তে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতিপূরণও ধার্য করা হয়ে থাকে। ২০২২ সালে ৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগে জরিমানা আরোপ করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জন অবহিতকরণ সভা

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ২০২২ সালে জেলা পর্যায়ে দেশের ৯টি জেলায় মোট ৫৩৩ জন এবং ৭০টি উপজেলায় মোট ৪,০৩৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে সরেজমিনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু ২০২২ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থার ৪৩২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে তথ্য কমিশনের রিসোর্স পার্সনের মাধ্যমে সরেজমিনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নীলফামারী জেলায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জন অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক

‘তথ্য অধিকারে গণমাধ্যম ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা’ শীর্ষক কর্মশালা

‘তথ্য অধিকারে গণমাধ্যম ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা’ শীর্ষক এক কর্মশালা ৩১শে মে ২০২৩ তথ্য কমিশন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহিতকরণ এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

'তথ্য অধিকারে গণমাধ্যম ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন

বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ই মার্চ তথ্য কমিশনে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও জন্ম শতবার্ষিকী বিষয়ক কনটেন্ট তথ্য কমিশনের ডিজিটাল অ্যাডভারটাইজিং বোর্ডে এবং স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে।

- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ব্যানার, ফেস্টুন, স্ক্রল এবং ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের কনটেন্ট প্রচার করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও শোক দিবস বিষয়ক কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের ডিজিটাল অ্যাডভারটাইজিং বোর্ডে ও স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে এবং ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়।

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২২ রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক।' এ উপলক্ষে তথ্য কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আলোচনাসভার আয়োজন করে। এছাড়া বিভাগ, জেলা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনে ৯টি

জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র এবং ১৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৪৬,০০০টির অধিক ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের ফেস্টুন প্রচার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ১৯-২১শে জুন ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত ১৪তম ICIC সম্মেলনে প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন

ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব ইনফরমেশন কমিশনারস (ICIC)-এর কার্যনির্বাহী এক্সিকিউটিভ কমিটিতে বাংলাদেশের সদস্যপদ অর্জন

ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব ইনফরমেশন কমিশনারস (ICIC)-এর ৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী এক্সিকিউটিভ কমিটিতে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রথম ও একমাত্র দেশ হিসেবে আগামী তিন বছর মেয়াদে বাংলাদেশ এই সদস্য পদ লাভ করে। বিশ্বের ৮৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১৫	১৩	২	-	একজন কর্মচারীকে ২৫ বছর চাকরি পূর্তিতে অবসর প্রদানে একটি পদ শূন্য হয় এবং এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলমান বিধায় পদটি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শূন্য পদের বিন্যাস

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	মোট
১	-	১	-	২

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৩	০.০৪	৩	৩	০.০৪	নাই	নাই

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪টি	৪ জন

এছাড়া প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট ১৪টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২২টি	৬৫০ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	(WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৫টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২	৪

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ২৫শে অক্টোবর ২০২২ তথ্য ভবন অডিটোরিয়ামে সংবাদপত্র/সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২২ প্রদান করা হয়।
- ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে একটি শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ৫টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে সাংবাদিকদের অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরির নীতিমালা প্রণয়নসহ বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- জুডিশিয়াল কমিটির ৬০টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ১২টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।
- প্রেস আপিল বোর্ডের ৩০টি সভায় ১১টি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।
- বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ৯টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ১৩টি সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৩০০ জন এবং সেমিনার ও মতবিনিময় সভায় ৩৫০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি কাজী এবাদুল হকের মৃত্যুতে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে আয়োজিত আলোচনাসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, ৩১শে জুলাই ২০২২

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় তথ্য ভবন অডিটোরিয়ামে সাংবাদিকতায় বিভিন্ন বিভাগে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক-২০২২ প্রদান করেন, ২৫শে অক্টোবর ২০২২-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় তথ্য ভবন অডিটোরিয়ামে সাংবাদিকতায় বিভিন্ন বিভাগে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২২ প্রদান করেন, ২৫শে অক্টোবর ২০২২-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ঢাকায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩-পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রেস কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করেন, ৩রা অক্টোবর ২০২২-পিআইডি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রেস কাউন্সিলের সদস্য মনজুরুল আহসান বুলবুল; পাশে উপবিষ্ট প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, ২৫শে আগস্ট ২০২২

কক্সবাজার সার্কিট হাউজ কনফারেন্স রুমে কক্সবাজার সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২২

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বার্তা সংস্থাসমূহ, যেমন: যুক্তরাজ্যের রয়টার্স, যুক্তরাষ্ট্রের এপি, ভারতের পিটিআই, সোভিয়েত ইউনিয়নের তাস, ফ্রান্সের এএফপি-এর কর্মপদ্ধতির আদলে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাতীয় বার্তা সংস্থা প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে দি এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান (এপিপি)-এর ঢাকাস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ১/৭২ সাচিবিক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) নামে নামকরণ করে। এপিপি'র কার্যালয়ই নতুন নামকরণে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় বার্তা সংস্থা 'বাসস'-এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের ২০ নং অধ্যাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ ১৯৭৯ মাধ্যমে জাতীয় বার্তা সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে 'বিধিবদ্ধ' (বডি কর্পোরেট) সংস্থায় রূপান্তর করে এর ব্যবস্থাপনা ১১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পঞ্চম সংশোধন আইন ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ বিলুপ্ত হওয়ায় তদস্থলে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৫ নং আইন) প্রণীত হয় এবং তা গেজেটে প্রকাশিত হয়। বাসস আইন ২০১৮ অনুযায়ী সংস্থার পরিচালনা ও প্রশাসন ১৩ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের ওপর অর্পিত হয়।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ১০টি বিশেষ উদ্যোগ: বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় মাইলফলক' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

পরিচালনা বোর্ড

বিগত ১৫ই জুলাই ২০২০ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.১১.০০৪.১১.১৬৫ মূলে 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন ২০১৮' এর ৭ ও ৮ ধারা মোতাবেক ৩ বছর মেয়াদে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বর্তমান পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision) : দেশি-বিদেশি গ্রাহক ও পাঠকদের নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সঠিক, নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য (Correct, impartial & trustworthy) সংবাদ পরিবেশন করে সংস্থাকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ও আত্মনির্ভরশীল জাতীয় বার্তা সংস্থা ও তথ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission) : মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শকে সমুন্নত রেখে সরকারের নীতি কৌশল, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, সমস্যা, সম্ভাবনা ও প্রতিদিনের সংবাদ ইতিবাচক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা। তথ্য সমাজ ও জীবনমান পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই গণযোগাযোগ মাধ্যম (Mass Communication channel) হিসেবে কাজ করা যাতে প্রান্তিক জনগণ দেশের উন্নয়ন, উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির উপলব্ধি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের তথ্য

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

মোট জনবল	পূরণকৃত পদ	পদোন্নতি	শূন্য পদ	নতুন নিয়োগ
১৯৯	১৯৯	--	--	--

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৫২	১৯৮৫.৭৭	৩৮	৪	২৩.৮৮	৪৮টি	১৯৬১.৮৯

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৬	২৯৭

এক নজরে সংস্থার সম্পাদিত কার্যক্রম

সংবাদ পরিবেশন: প্রতিবেদনাধীন বছরে বাসস থেকে মোট ১,১২,২১৯ সংখ্যক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে, যা দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রচারের জন্য গ্রাহক গণমাধ্যমের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে।

SDG বাস্তবায়ন: বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে SDG বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য সাংবাদিক অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে SDG বাস্তবায়নের সংবাদ সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাসস SDG বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ৩৫৬টি সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করেছে।

সরকারের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন: সরকার গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার আইন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি নীতিমালা এবং সরকার ঘোষিত সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নকল্পে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৭ সদস্যবিশিষ্ট নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৪টি সভা করে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। সংস্থার ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবা বক্স

হালনাগাদ করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার সাংবাদিক কর্মকর্তাদের পেশাগত কর্মসম্পাদন পর্যালোচনা সভায় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ে নিয়মিত ব্রিফিং করা হচ্ছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম: ইনোভেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য একজন ইনোভেশন অফিসারসহ মোট ৭ সদস্যবিশিষ্ট ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং ৪টি ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্যাদির প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়েছে এবং সংস্থার ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

APA বাস্তবায়ন: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাসস ১০০.২০% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার: সংস্থায় বর্তমানে ল্যান, ইন্টারনেট, ওয়াইফাই সুবিধাসহ স্বয়ংক্রিয় বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা রয়েছে। নিজস্ব মিনি ডাটা সেন্টারসহ সংস্থার কম্পিউটার নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে সংবাদ গ্রাহকদের সংবাদ সরবরাহ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (GRS): সংস্থায় GRS-এর আওতায় অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আওতায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়ন: প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ওপর বাসস থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ২০০টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং এসব প্রতিবেদন নিয়ে ২টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯শে জুন ২০২৩ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ১০টি বিশেষ উদ্যোগ: বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় মাইলফলক' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় শোক দিবস পালন: ১৫ই আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিস্তম্ভে সংস্থার সাংবাদিক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও 'শোকের মাস আগস্ট' শিরোনামে সংস্থার ওয়েবসাইটে বিশেষ ট্যাব চালু করে সংবাদ ও ছবি প্রদর্শন এবং ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

নারী দিবস পালন: আন্তর্জাতিক 'নারী দিবস' উপলক্ষে ১৩ই মার্চ, ২০২৩ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর উপস্থিতিতে বাসস'র প্রধান কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও মহান বিজয় দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, জাতীয় শিশু দিবস ও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আলোচনাসভা

বাংলাদেশ সংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

বাংলাদেশ সংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ৮ই জুলাই ২০১৪ সালে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সরকার মনোনীত বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সমন্বয়ে এই বোর্ড গঠিত হয়। পদাধিকার বলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব ভাইস চেয়ারম্যান এবং সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিব।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা ভাতা/অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ভাতা/অনুদান সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	অনুদানভোগীর সংখ্যা	মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
২০২২-২০২৩	৭৪২ জন	৬১,৫০০,০০০/-	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে প্রদত্ত কল্যাণ অনুদান।
	২২৯৮ জন	২,২৯,৮০,০০০/-	করোনা পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক অনুদান
মোট	**৩০৪০ জন**	**৮,৪৪,৮০,০০০/-**	

অনুদান

প্রধানমন্ত্রী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৫ (পাঁচ) কোটি এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২০ (বিশ) কোটি টাকাসহ মোট ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ডে সীডমানি প্রদান করেন।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্কয়ার গ্রুপ ৩ (তিন) কোটি টাকা, ইত্তেফাক গ্রুপ অ্যান্ড পাবলিকেশন ৪ (চার) কোটি, দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভার ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, দৈনিক সংবাদ পত্রিকা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ও সংসদ সদস্য ক্যাপ্টেন (অব:) এ বি তাজুল ইসলাম ১ লাখ টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করেন।

স্থায়ী আমানত (এফডিআর)

২৪তম ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত হিসাবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় ২৪,৯৮,৩১,০৩৭/- (চব্বিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার সাঁইত্রিশ) টাকা, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জাতীয় প্রেসক্লাব কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় ১২,০৯,৯৯,০১৩/- (বারো কোটি নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার তেরো) টাকা এবং ২১,০৮,৮১,৫৬৪/- (একুশ কোটি আট লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) টাকা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ভিকারুননিসা নূন স্কুল শাখা, ঢাকায় স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা হয়েছে। এ সকল এফডিআর হতে আনুমানিক বাৎসরিক ৩ কোটি টাকার লভ্যাংশ পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অসহায়, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত ও মৃত সাংবাদিক পরিবারের মাঝে কল্যাণ অনুদানের সহায়তা চেক বিতরণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ১০ই জুলাই ২০২৩, স্থান: করবী হল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

নিয়োগ বিধিমালা

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২৩ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুমোদন পরবর্তী গ্যাজেট আকারে প্রকাশের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে রয়েছে।

শিক্ষা নীতিমালা

সাংবাদিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য মঞ্জুরি, বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines) ২০২২ এবং আবেদন ফরম প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক ২৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। বর্তমানে গ্যাজেট আকারে *প্রকাশের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে রয়েছে।*

জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৯ ক্যাটাগরির ১১টি পদ সৃজনের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ২০শে ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জিও জারি করেছে।

ট্রাস্টের যানবাহন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণসহ ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকায় যানবাহন ক্রয় কার্যক্রম শুরু কর যায় নি।

ট্রাস্টের স্থায়ী অফিস

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পুরাতন ল্যাব ভবনের দ্বিতীয় তলা বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যালয় হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করে। প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ শেষ করে কার্যালয়ে স্থানান্তর করা যাবে।

ট্রাস্টের অর্থনৈতিক কোড

একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে মোট ৩১টি কোড অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অসহায়, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত ও মৃত সাংবাদিক পরিবারের মাঝে কল্যাণ অনুদান ও করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা চেক বিতরণ, ড. হাছান মাহমুদ এমপি, মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২, স্থান: পিআইবি

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অসহায়, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত ও মৃত সাংবাদিক পরিবারের মাঝে কল্যাণ অনুদানের সহায়তা চেক বিতরণ, ড. হাছান মাহমুদ এমপি, মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২৩, স্থান: চট্টগ্রাম

প্রকাশনায়
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়